বিনামূল্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র
সাগরতীর্থে
মুখোমুখি
দুই মন্ত্রী

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

LEARNING ACADEMY
S.M. PALLY, MALDA
এখানে English ও Bengali Medium এর ছাত্র ছাত্রীদের যত্নসহকারে পড়ানো হয়।
ক্লাস Nursery to V পর্যন্ত
contact - 9635752829

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ৩ মাঘ – ৯ মাঘ, ১৪২৬ ঃ ১৮ জানুয়ারি – ২৪ জানুয়ারি, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 14, 18 January - 24 January, 2020 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: শনিবার : রাজ্যের সঙ্গে চরম বিবাদ চলাকালীন

ফের মুখ্যমন্ত্রীকে বৈঠকের আহ্বান জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। শুক্রবার কফি হাউসে একটি রক্তদান শিবিরে যোগ দিয়ে রাজ্যপাল বলেন, কফি হাউসেই বসতে পারি আমরা।

রবিবার : রাজ্যের দুদিনের সফরে আসা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে

দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ও তার দল যে সিএএ এবং এনআরসি বিরোধী সে অবস্থান স্পষ্ট করলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। যদিও এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মনোভাব জানা যায়নি।

সোমবার : কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের সার্ধ-শতবর্ষ উপলক্ষ্যে

এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হল পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত রূপকার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে। প্রধানমন্ত্রীর এই নামকরণ নিয়ে ঠুনকো বিরোধিতায় বিরোধীরা।

মঙ্গলবার : কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির ডাকে সিএএ

এবং এনআরসি বিরোধী সভায় সামিল হলেন না মমতা, মায়াবতী, অখিলেশ যাদব বা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন আম আদমি পার্টি। বিজেপি বিরোধী আন্দোলন এতে ধাক্কা খেল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বুধবার : গণশক্তি পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক তথা অভিজ্ঞ

সাংবাদিক অভীক দত্ত প্রয়াত হলেন। প্রায় বছর খানেক ধরে গুরুতর অসুস্থ থাকার পর এদিন মৃত্যু হয় তাঁর।

বৃহস্পতিবার : রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা ভিক্ষার আর্জি জানানোয়

আপাতত ২২ জানুয়ারি ফাঁসি হচ্ছে না নির্ভয়া কাণ্ডের চার ধর্ষকের।

শুক্রবার : চার বছরের এটিকের সঙ্গে মিশে যেতে চলেছে

১৩০ বছরের শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব মোহনবাগান। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই মোহন সমর্থকদের মধ্যে নানারকম বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও এটিকের পক্ষে জানানো হয়েছে মোহনবাগানের জার্সি এবং লোগো বজায় রেখেই এটিকে মোহনবাগান পরিচালিত হবে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বিস্ফোরণের নেপথ্যের কারণ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগনা : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় নতুন বছর যেন এক প্রকার বিস্ফোরণ দিয়েই শুরু হল। এমনটাই অভিমত স্থানীয় বাসিন্দা ও বিশ্লেষক মহলের। গত ৩ জানুয়ারি শুক্রবার নৈহাটির এক অবৈধ বাজি কারখানায় এক ভয়াবহ বিস্ফোরণে চারজনের মৃত্যু হয়। ঘটনায় পুলিশ কারখানাটির মালিক নুর আলমকে গ্রেফতার করে। এরপর ৯ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার, যখন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিএএ ও এনআরসি-র প্রতিবাদে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মধ্যমগ্রাম থেকে বারাসত পদযাত্রা করে বারাসতের কাছারি ময়দানে যাত্রা মেলার উদ্বোধনে ব্যস্ত, তখন নৈহাটিতে আবার বিস্ফোরণ।

নৈহাটি কাণ্ড

এবারের বিস্ফোরণের দায় বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশের। যার কারণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা অপ্রশিক্ষিতের মতো বিস্ফোরণ নিষ্ক্রিয়করণের সময় যে বিস্ফোরণ ঘটে, তার জেরে গঙ্গার ওপারে প্রায় ৫০০ মিটার দূরবর্তী চুঁচুড়াতে বাড়ি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে বিস্ফোরকগুলি ৬৫ ডেসিবেলের চেয়ে অতিরিক্ত শক্তিশালী ছিল বলে মনে করা হয়। এগুলি শেল বাজি বানানোর মশলা ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং শুক্রবারের বিস্ফোরণকে খাগড়াগড় কাণ্ডের তুলনা করেছেন।

তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ নৈহাটি, ভাটপাড়া এলাকায় প্রায় শ'পাঁচেক বাজি কারখানা আছে। যার মধ্যে অধিকাংশই অবৈধ বা অনুমোদনহীন। পুলিশ সব জেনেও উদাসীন। তাদের আরও অভিযোগ এখানে বাজি কারখানা একপ্রকার কুটির শিল্প হয়ে উঠেছে। বলতে গেলে গোটা নৈহাটি, ভাটপাড়া অঞ্চল আগ্নেয়গিরির উপর দাঁড়িয়ে। বাসিন্দাদের মতে, এখানে বাঙালি, অবাঙালি উভয়প্রকার মানুষই বসবাস করেন। এতদঞ্চল মূলত শিল্পাঞ্চল এলাকা বলে খ্যাত। এ কারণে এখানে একসময়

রেলের কামরায় অবাধে চলছে জুয়া খেলা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : ট্রেনের কামরায় আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রকাশ্যে চলছে ধূমপান। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বালিগঞ্জ স্টেশন ছাড়লেই শুরু হয়ে যাচ্ছে গাঁজার টান। চলছে বিড়ি, সিগারেট খাওয়া। এছাড়া অন্যান্য যাত্রীদের অসুবিধা করে চলছে ট্রেনের কামরার ভেতর তাস, লুডো খেলার নামে জুয়া খেলা। কোন যাত্রী অভিযোগ করতে গেলে তাঁর কপালে জুটছে মারধর, গালিগালাজের মতন ঘটনা। তাই বেশির ভাগ যাত্রী এইসব বেআইনি কাজ মুখ বুজে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং, ডায়মন্ডহারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর – নামখানা লাইনে এই ভাবে চলে আসছে এ গুলো। রেল পুলিশের কোনও নজর নেই বলে অভিযোগ যাত্রীদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন যাত্রী

জানালেন, রেলের জায়গায় ও কামরায় ধূমপান করা, জুয়া খেলা সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ বলে রেলের তরফে প্রচার করা হচ্ছে। অথচ যারা এসব মানছেন না তাদের বিরুদ্ধে কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এই ট্রেনের ভেতর প্রতিদিন কত বয়স্ক মানুষ, মহিলা, শিশু সহ সাধারণ মানুষ যাতায়াত করেন। এ ব্যাপারে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিক এটাই চায় এই শাখার যাত্রীরা। বালিগঞ্জ রেল পুলিশের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনও মতামত পাওয়া যায় নি।

২৩ জানুয়ারি জাতীয় ছুটির দাবি

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিনে দেশপ্রেম দিবস এবং জাতীয় ছুটির দাবি করা হল বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে। নেতাজি চেতনা মঞ্চ বহুদিন ধরে এই দাবি করে আসছে। এই মঞ্চের সাথে যোগ দিয়ে বহু নেতাজি অনুগামী সংগঠন এবং অনুগামীরা এগিয়ে এসেছে এই দাবি নিয়ে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে এমনই দাবি পেশ করা হয়। নেতাজি চেতনা মঞ্চ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সাথে দেখা করে এবিষয়ে তাঁকে বোঝান এবং তাঁর হাতে চিঠি তুলে দেওয়া হয়। এই দুটি দাবির সাথে আরেকটি দাবি রাখা হয়েছে সেটি হল, সকল ভারতীয় দূতাবাসে নেতাজির ছবি বাধ্যতামূলক করা। প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন নেতাজি বিশেষজ্ঞ ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, নেতাজি পরিবারের সদস্য ইন্দ্রনীল মিত্র, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা তপতী চক্রবর্তী, প্রবীণ সদস্য অভিজিৎ সেনগুপ্ত এবং জাদুকর সাংবাদিক প্রিয়ম গুহ। মহামহিম রাজ্যপাল এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কথা বলবে বলে জানান।

পূর্বভারতকে জোরদার করতে পূর্বোদয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : শাস্ত্রে বলে পূর্ব দিক হলো খুব ভালো দিক এদিকেই যত শুভ কর্ম সম্পন্ন হয়। ফেন স্যুই মতেও তাই পূর্ব দিক ভালো রাখলে নাকি জগৎ সংসার ভালো থাকে ঘরের পূর্ব দিকে ফেন স্যুই করলে ভালো থাকে ঘর। ঠিক তেমনই সেই প্রথা মেনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন পূর্ব দিকের রাজ্যগুলি সব থেকে শক্তিশালী এবং বিভিন্ন দিকে ক্ষমতাশীল রাজ্য তাই সেগুলিকে ভালোভাবে গড়ে তুলতে পারলে দেশও গড়ে উঠবে। এই নিয়ে শুরু হয়েছিল পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করতে কলকাতায় পূর্বোদয়ের সূচনা হল স্টিল হাবের উন্নতিকল্পে। উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ১১ জানুয়ারি ২০২০তে। বিহার, ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা সহ যে সব পূর্ব রাজ্যগুলি রয়েছে সেগুলি হল বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তিশালী। ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড় এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশে দেশের মধ্যে ৮০ শতাংশ লোহা উৎপাদন হয়। এই রাজ্যগুলিতে ১০০ শতাংশ কয়লা উৎপাদন হয়। এছাড়াও রয়েছে ক্রোমাইট, বক্সাইট, ডলোমাইট সহ বিভিন্ন জিনিস। পারাদ্বীপ, হলদিয়া, ভাইজ্যাগ, কলকাতা চারটি মূল বন্দরই এই রাজ্যগুলিতে অবস্থিত। এবং ৩০ শতাংশেরও বেশি বন্দর কার্যকলাপ হয় এইখানে। সরকারের যে ৫ সাগরমালা, ভারতমালা প্রচুর নীতিকেই তুলে ধরেছে এই রাজ্যের জন্য। স্টিল শিল্প জিডিপি বাড়ানোয় অনেকটা কাজ করবে তাই এই পূর্বদিককেই তারা পাখির চোখ করে রেখেছে। মন্ত্রক সূত্রে মন্ত্রী বলেন এই ১২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। কনফিডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির এই আলোচনা সভায় এসে মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, এই পূর্বাঞ্চলেই সূর্য উদয় হয় পুরান থেকে ভারতের যে কটি

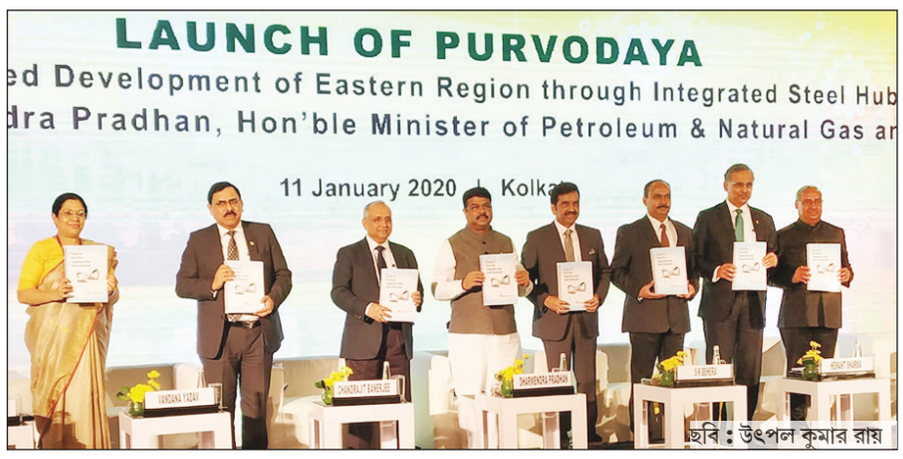

ছবি : উৎপল কুমার রায়

ট্রিলিয়ন অর্থনীতির স্বপ্ন রয়েছে সে স্বপ্নের বাস্তবায়িত করবার জন্য প্রধান হলো এই রাজ্যগুলি। এই পূর্ব অঞ্চলের প্রায় ৭৫ শতাংশেরও বেশি স্টিল রয়েছে। এই রাজ্যগুলির ওপর তাই সরকার বেশি নজর দিচ্ছে এবং বিনিয়োগ করছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, জলজীবন মিশন, রাজ্যগুলিতে হবে স্টিল হাব। যাতে কর্মসংস্থানের এক বড় জায়গা খুলে যাবে এখানে। ২.৫ মিলিয়ন কাজের সুযোগ মিলবে এই স্টিল হাবের মাধ্যমে বলে মনে করছেন মন্ত্রক। বৃদ্ধি পাবে পরিকাঠামো। ইতিমধ্যেই এগুলি করবার জন্য ঘরে ঘরে গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার জন্য গ্যাস পাইপে আন্দোলন হয়েছে তার নেতৃত্ব দিয়েছেন এই পূর্ব থেকেই। এমনকি স্বাধীনতা সংগ্রামে মূল জায়গাই ছিল এই অঞ্চল এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু থেকে শুরু করে আরও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন এই সংগ্রামে।

এরপর পাঁচের পাতায়

জলবায়ু পরিবর্তনে এগিয়ে আসছে সাগর

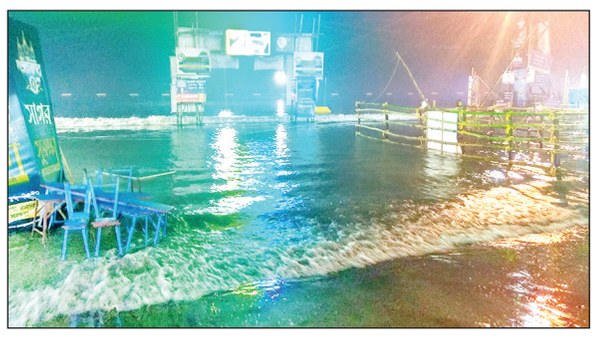

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবার গঙ্গাসাগরে। সেই কারণে রবিবার, সোমবার ও মঙ্গলবারের রাতের ভরা জোয়ারের কোটালে ভেসে গেল গঙ্গা সাগরের বেশ কিছু অস্থায়ী ঘর। জলমগ্ন হয়ে থাকলো বেশ কয়েক ঘন্টা সাগরতটের দোকান পাঠ। স্থানীয় দোকানদারেরা জানালেন, সাগর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে কপিলমুনির মন্দিরের দিকে। যার ফলে আমাদের দোকানের ভেতর জল ঢুকে গেছে। ক্ষতি হয়েছে মেলার সময়। জিনিসপত্র ভিজে যাচ্ছে। খরিদ্দার আসতে চাইছে না। নদী বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গঙ্গাসাগরের জলের গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে। ভেঙে চলেছে ঘোড়ামারা দ্বীপ, সাগরদ্বীপ। ৩-৪ মিটার করে এগিয়ে আসছে কপিলমুনির মন্দিরের দিকে। এই ভাবে ভাঙার ফলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মন্দিরের কাছে আসার সম্ভাবনা বেশি করে তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আর সেটা ঘিরেই সংশয় দেখা দিচ্ছে। রাজ্য সরকার বর্তমানে গঙ্গা সাগর বকখালি উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করেছে। এর মাধ্যমে গঙ্গাসাগরকে আদর্শ পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষে রাস্তা, বিদ্যুত, জল সহ অন্যান্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কারণ, এখন সারা বছর এই গঙ্গা সাগরে বহু পূর্ণার্থী কপিলমুনির দর্শনে আসেন। এ বছর ইকো ফ্রেন্ডলি মেলা হিসাবে ঘোষণা করেছেন সরকার । তবে এই ভাবে ভাঙন চলতে থাকলে সরকারের এই সৌন্দর্যায়নের কি হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দাদু দিদার সাথে রোজগার করে ছোট্ট বিশাখা

অরিজিৎ মণ্ডল, গঙ্গাসাগর: আগের বছর সে গঙ্গাসাগর ঘুরেছে দিদার কোলে কোলে আর এবছর পায়ে ঘুঙুর পরে সিবিচের প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশাখা ভূইয়া। দাদু দিদা পাগল করা খোল কর্তাল এ তালে তালে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে গোটা সাগর তোর। আর দিদার ব্যাগে রাখা পাপড় ভাজা খেয়ে সারাটা দিন কাটছে তার। কাকদ্বীপের শ্মশান ঘাট এলাকার বছর ছয়েক এই শিশু বিশাখা ভূইয়া। পরিবারের অভাব অনটনের জেরে গঙ্গাসাগর কটা দিন বিভিন্ন রূপে দাদু দিদার খোল কর্তাল এর তালে তালে গোটা সাগরতল নেচে বেড়ায় এই শিশুটি। সামান্য কিছু আয় হয় তাই দিয়েই চলে সংসার। বাবা শিব শংকর ভুইয়াছিল পরিবারের একমাত্র রোজগেরে কিন্তু শারীরিক অক্ষমতার কারণে

এখন তাদের সংসার পথে বসতে চলেছে। জানা যায় মা দিপালী ভূঁইয়া বড় মেয়ে বিশাখা। পরে দুটি ছেলে হলেও মারা যায় একজন। অভাবের সংসারে গঙ্গাসাগর কটা দিন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে হয়ে ওঠে বাড়ির বড় মেয়ে বছর ৬-এর বিশাখা।

এরপর পাঁচের পাতায়

সাগর সঙ্গমে জন্মনিল ৪০ জন শিশু

কুনাল মালিক, গঙ্গাসাগর : এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় প্রায় ৫০ লক্ষ পুণ্যার্থী পুণ্য স্নান করলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিসংখ্যান দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি জানালেন এবার মেলায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। মেলায় ভীন রাজ্যের ৪০৩৭৫ জনকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। এয়ার ও ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্সে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন তীর্থযাত্রীরা। আরও একটা বড় খবর হল এবার গঙ্গাসাগর মেলায় ৪০ জন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এটা একটা নজির। সরকারিভাবে গঙ্গাসাগর মেলায় ১০ জানুয়ারি শুরু হয়। জেলা প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সাগরমেলায় তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছেন। মেগা কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে সারা মেলা জুড়ে নজরদারী করা হয়। বাবুঘাট থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত দীর্ঘ সড়ক ও জলপথেছিল কড়া নজরদারী। এবার গঙ্গাসাগর মেলায় তিনটি মূল দিক ছিল, প্রথমতঃ মেলাকে পরিবেশ বান্ধব মেলা হিসাবে তুলে ধরা। মেলা প্রাঙ্গন জুড়ে চোখে পড়ল প্লাস্টিক বর্জনের নমুনা। কোথাও সামান্য জঞ্জাল পড়লেই স্বেচ্ছাসেবক তা দ্রুততার সঙ্গে সরিয়ে নিয়েছেন। কাগজের প্যাকেট, গ্লাস ব্যবহার করেছে মানুষ। দুর্ঘটনামুক্ত মেলার টার্গেটও অনেকাংশে সফল। ১৬ জানুয়ারি ছয়ের জেটিতে একটি বাস একটি দোকানে ঢুকে গেলে বেশ কয়েকজন আহত হন, কিন্তু প্রাণহানির কোনও ঘটনা ঘটেনি।

এরপর পাঁচের পাতায়

হ্যাম রেডিও বাড়ি ফেরাল এক বৃদ্ধকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : উদ্ধার কাজে এবছরও হ্যাম রেডিওর সদস্যরা। গঙ্গাসাগর মেলা থেকে হ্যাম রেডিওর মাধ্যমে উদ্ধার হলো অসুস্থ এক বৃদ্ধ। ওদের জন্যে বরাত জোরে বাড়ি ফেরার পথে সংজ্ঞাহীন এক বৃদ্ধ। রবিবার রাতে অসুস্থ বৃদ্ধকে হ্যাম রেডিওর সদস্যরা উদ্ধার করে নিয়ে যান সাগরের অস্থায়ী হাসপাতালে। বেহুঁশ ছিলেন ওই বৃদ্ধ। তাঁর পকেট থেকে পাওয়া যায় কুচবেড়িয়া থেকে আসা বাসের টিকিট, একটি ফোন নং ও ১৩০ টাকা। তবে ফোন নং এর সাথে কোন কথা বলা যায় নি। ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাম রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন, হাসপাতালের খাট থেকে পালানোর চেষ্টা করেন ওই বৃদ্ধ। বুঝিয়ে সুজিয়ে তাকে শান্ত করা হয় । তারপরে ওই বৃদ্ধের কথা রেকর্ডিং করে হ্যাম নেটওয়ার্কে ছাড়া হয়। তাতে কাজও হয়। একজন হ্যাম রেডিওতে ওই বৃদ্ধের রেকর্ডিং শুনে কথা বলতে চান ওই বৃদ্ধের সাথে। জানা যায় উত্তর প্রদেশের ফতেপুরে বাড়ি ওই বৃদ্ধের। নাম রামগোপাল। যোগাযোগ করা হয় উত্তর প্রদেশের হ্যামের দেবানন্দ ঝার সঙ্গে। দেবানন্দ যোগাযোগ করেন ওই বৃদ্ধের ছেলের সাথে। সে জানায়, বাসে গঙ্গাসাগরে গিয়েছেন বাবা। প্রশাসনের সাহায্যে সেই বাস খুঁজে বের করে হ্যাম। ততক্ষণে ওই বৃদ্ধকে না নিয়েই বাস উত্তর প্রদেশের দিকে রওনা দিয়েছে। বাসের চালক কে আটক করে পুলিশ। এবং ওই বাসেই মঙ্গলবার বাড়ির পথে রওনা দেন ওই বৃদ্ধ।

২০২০ নয়, সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেলছে ভারতীয় অর্থবাজার

পার্থসারথি গুহ

ভারতীয় শেয়ার বাজারের গত দেড় বছরের ওঠানামা আর গত একমাসের ওলট-পালটের গল্পটা মোটামুটি একই হয়ে উঠেছে। নিচের সাপোর্ট এক্ষেত্রে যেমন ১০ হাজার ঠিক তেমন ওপরের রেজিস্ট্যান্সের জায়গাটা হল গিয়ে ১২,৫০০। অর্থাৎ এই আড়াই হাজার পয়েন্ট হচ্ছে নিফটির ঘোরাফেরার বৃহত্তর পরিসর। এর এখন ওপরের দিকটাতেই রয়েছে নিফটি মহারাজ। সেনসেক্সও গুটি গুটি পায়ে ৪১ হাজারের ঘরে। তারও বিগত দেড় বছরে পরিধির জায়গাটা প্রায় ৫-সাড়ে ৫ হাজার পয়েন্ট। সুতরাং বেশ বোঝাই যাচ্ছে সূচক জোরের দৌড় কতটা। এই মুহূর্তে যেমন নিফটি নিচের সাড়ে ১০ হাজারের গণ্ডিকে ছুঁয়ে এসে মাস খানেকের মধ্যেই সাড়ে ১২ হাজার হয়েছে। তার মানে এই এক মাসে নিফটি এক হাজার পয়েন্ট পাড়ি জমিয়েছে। তাৎপর্যের বিষয় এটাই এই উত্থান পর্বে আবার বিদেশি লগ্নিকারীরা সবচেয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারাই মূলত এই সাম্প্রতিক বুল রানের প্রধান ক্রেতা হয়ে উঠেছে।

অর্থনীতি

২০১৭ এর ইনিংস সাজানো ছিল প্রচুর বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। আবার ২০১৮-এ নিয়ম করে রান এসেছে সিঙ্গলসের মাধ্যমে। যেসব বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে শেয়ার বাজার গত বছর চালিকা শক্তি লাভ করেছে তার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদ কমানো, মার্কিন ফেডের সুদের হার অপরিবর্তিত থাকা, ত্রৈমাসিক রেজাল্ট পর্ব, সর্বোপরি মার্চ-এপ্রিলের, জুন ও সেপ্টেম্বরের ত্রৈমাসিকের অভূতপূর্ব সাফল্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে আবার ২০১৯-এর ভোটের

বছরে দেশে ফের স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ফুলেফেঁপে উঠছে কেনাকাটা। ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র দেখে নিয়ে তবেই এই বিদেশিরা লগ্নি করবেন। সেটা ইতিবাচক দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এখনও গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারতের জিডিপি বা গড় বৃদ্ধির হার অনেকটাই ওপরে। তাছাড়া এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও।

আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উঁচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪-৫ বছরে। তার থেকে বড় কথা বিদেশিদের দীর্ঘদিনের মৌরসিপাট্টাকে দূরে সরিয়ে ভারতের বাজারে হঠাৎ করে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ডোমেস্টিক দাদা-ভাইয়ারা। যা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

বুলদের সম্বর্ধনা জানানোর এই মঞ্চে বেয়াররা যে খাবি খাবেন তা তো আর বলে দিতে হবে না। হচ্ছেটাও ঠিক তাই। বেয়াররা কোনওভাবে কিছু দাঁত বসাতে পারছে না এই বাজারে। বিরাট বড়সড় খারাপ খবর ছাড়া এই মুহূর্তে বাজার খুব নিচে আসবে বলে মনে হয় না। একমাত্র কোনও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা চরমে ওঠা বা অন্য কোনও বড় মাপের ঘটনা ছাড়া নিরুত্তাপই দেখাচ্ছে লগ্নিকারীদের। এর ফলে হচ্ছেটা কী বাজার জুড়ে প্রাবল্য বজায় থাকছে কিনে খেলিয়েদের। আর জামানত জব্দ হচ্ছে বেয়ার বাবুজীদের। ভাবখানা এমন, আগে বেচে খেলে অনেক সন্ত্রাস ছড়িয়েছে। এখন মানে মানে কেটে পড়। তা এই পটভূমিকায় বেচে খেললে তো চুনা লেগে যাবেই।

আবার ধরুন হাতের শেয়ার বেচে দিলেন ৫০ টাকায়। দুদিন পড়ে দেখবেন সেই শেয়ার কোনও ভালো খবরের ভিত্তিতে ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে সত্যি কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। সেজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে অনেকে লেডি লাকের সঙ্গে তুলনা টেনে থাকেন। ভাগ্য না থাকলে এখানে সেভাবে উপার্জন করা কষ্টকর। তবে এই যুক্তি সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়। বরং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে যদি অর্থ বাজার নিয়ে সঠিক পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করে কাজ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তাতে সাফল্য আসবে।

নিউক্লিয়ার পাওয়ারে ১০২ সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০২ জন সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (বি) নেবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া। নিয়োগ হবে সংস্থার গোরক্ষপুর হরিয়ানা অণু বিদ্যুৎ প্রকল্পে।

সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (বি) : শূন্যপদ ৫৬টি (সাধারণ ২৪, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১৫, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর সহ নিম্নলিখিত ইঞ্জিনিয়ারিং শাখাগুলির কোনও একটিতে ৩ বছরের ডিপ্লোমা। ইঞ্জিনিয়ারিং শাখাগুলি হল : সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স, ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রিক্যাল। ল্যাটেরাল এন্ট্রির মাধ্যমে যাঁরা ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হয়েছেন, তাঁরা আবেদন করবেন না। বয়স : ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : ৩৫,৪০০ (পে-ম্যাট্রিক্স লেভেল ৬)।

টেকনিশিয়ান (বি) : শূন্যপদ ৪৬টি (সাধারণ ২২, তফসিলি জাতি ৮, ও বি সি ১২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৪)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর না থাকলে এবং উচ্চমাধ্যমিকে ৬০ শতাংশ নম্বর থাকলে উচ্চমাধ্যমিকের নম্বরই গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান ও গণিত নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। সঙ্গে নীচের কোনও ট্রেডে অন্তত ১ বছর মেয়াদের আই টি আই কোর্স করে থাকতে হবে। ট্রেডগুলি হল : ফিটার, টার্নার, মেশিনিস্ট, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ওয়্যারম্যান, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক, ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক, ড্রাফটসম্যান, সার্ভেয়র। বয়স : ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : ২১,৭০০ টাকা (পে ম্যাট্রিক্স লেভেল – ৩)।

সব ক্ষেত্রেই ৩১-১-২০২০ তারিখে নির্দিষ্ট বয়স হবে হবে। বয়সে তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। ১৫ থেকে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.npcilcareers.co.in

স্নাতকোত্তর যোগ্যতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল কাউন্সেলিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্কুল কাউন্সেলিংয়ের পোস্ট পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজি বিভাগ। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্সটি করানো হবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ ক্যাম্পাসে।

আসনসংখ্যা : ২০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজি বা সাইকোলজিতে এম এ বা এম এসসি।

কোর্স ফি : ২০,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ ২৭ জানুয়ারি, দুপুর ২টো থেকে।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.caluniv.ac.in আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে। আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে প্রার্থীর এক কপি পাসপোর্ট মাপের প্রত্যয়িত ফটো সেঁটে নেবেন।

ফি বাবদ দিতে হবে ২০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)-র ডিমান্ড ড্রাফট। এটি 'University of Calcutta'র অনুকূলে কলকাতায় প্রদেহ হতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফটের পিছনে প্রার্থীর নাম এবং যে কোর্সের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন।

প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল সহ আবেদনপত্র ভরা খামের ওপর লিখবেন, 'Application for Post Post Graduate Diploma Course in School Counselling' পূরণ করা দরখাস্ত জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় : The office of the Secretary, University College of Science, Technology & Agriculture, 92, A. P. C. Road, Kolkata 700 009.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

তিন সামরিক বাহিনীতে ৪১৮ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ট্রেনিং দিয়ে আর্মি, নেভি ও এয়ারফোর্সে ৪১৮ জন অফিসার নিয়োগ কররা হবে। উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাশ অবিবাহিত তরুণরা আবেদন করতে পারেন। মেয়েরা আবেদন করবেন না। প্রার্থী বাছাই পরবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি অ্যান্ড ন্যাভাল অ্যাকাডেমি এক্সামিনেশন (১), ২০২০-এর মাধ্যমে। পরীক্ষা ১৯ এপ্রিল।

শূন্যপদ : ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির আর্মি শাখায় ২০৮টি, নেভিতে ৪২টি এবং এয়ারফোর্সে ১০২টি। ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে শূন্যপদ ৪৮টি।

ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে আর্মি শাখার জন্য উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির এয়ারফোর্স ও ন্যাভাল ব্রাঞ্চ এবং ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে ১০+২ ক্যাডেট এন্ট্রির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিক্স এবং ম্যাথমেটিক্স নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। উভয় ক্ষেত্রেই যাঁরা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন বা দিতে চলেছেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন। জন্মতারিখ : সব ক্ষেত্রেই জন্মতারিখ থাকতে হবে ২-৭-২০০১ থেকে ১-৭-২০০৪-এর মধ্যে। অর্থাৎ বয়স হতে হবে সাড়ে ১৬ থেকে সাড়ে ১৯ বছরের মধ্যে।

দৈহিক মাপজোক : আর্মি ও নেভির ক্ষেত্রে নূন্যতম উচ্চতা হতে হবে ১৫৭ সেমি, এয়ারফোর্সের ফ্লাইং ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি এবং গ্রাউন্ড ডিউটি ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে ১৫৭.৫ সেমি। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে। গোর্খা প্রার্থীরা উচ্চতায় ৫ সেমি ছাড় পাবেন। বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি ফোলাতে পারা চাই। আর্মি ও এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি ভালো ও খারাপ চোখে যথাক্রমে ৬/৬ ও ৬/৯ থাকতে হবে। চশমা-সহ উভয় চোখে ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে চশমা থাকলে চলবে না এবং যাঁদের হাইপারমেট্রোপিয়া শুধু তাঁদের ক্ষেত্রেই ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। আর্মির ক্ষেত্রে মায়োপিয়া মাইনাস ০.৭৫ডি এবং হাইপারমেট্রোপিয়া (অস্টিগম্যাটিজম-সহ) প্লাস ১.৫-এর মধ্যে থাকতে হবে। সব ক্ষেত্রেই লাল ও সবুজ রং চেনার স্বাভাবিক ক্ষমতা, স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি এবং নিখুঁত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য থাকা দরকার। কোনওরকম দৈহিক ত্রুটি এই কাজের প্রতিকূল। এয়ারফোর্সে পাইলটের জন্য বিবেচিত হওয়ার

শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক। শুধু ছেলেরা আবেদন করবেন। পরীক্ষা ১৯ এপ্রিল

ক্ষেত্রে পায়ের দৈর্ঘ্য হতে হবে অন্তত ৯৯ সেমি (সর্বোচ্চ ১২০ সেমি), থাইয়ের দৈর্ঘ্য হতে হবে সর্বাধিক ৬৪ সেমি এবং বসে থাকা অবস্থায় উচ্চতা চাই অন্তত ৮১.৬ সেমি (সর্বোচ্চ ৯৬ সেমি)।

কাজের খবর

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টেলিজেন্স ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হবে এই দু'টি বিষয়ে : ম্যাথমেটিক্স, জেনারেল এবিলিটি টেস্ট। ম্যাথমেটিক্সে মোট নম্বর ৩০০। জেনারেল এবিলিটি টেস্ট অংশে নম্বর ৬০০। দু'টি বিষয়ের ক্ষেত্রেই সময়সীমা আঘাই ঘন্টা করে। প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ম্যাথমেটিক্সের অংশে থাকবে অ্যালজেব্রা, ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড ডিটারমিন্যান্টস, ট্রিগোনোমেট্রি, অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি অব টু অ্যান্ড থ্রি ডায়মেনশনস, ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস, ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাল অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়াল ইক্যুয়েনস, ভেক্টর অ্যালজেব্রা এবং স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রেবাবিলিটি। জেনারেল এবিলিটি অংশের পার্ট 'এ'-তে ইংরেজি (২০০ নম্বর) ও পার্ট 'বি'-এ জেনারেল নলেজের (৪০০ নম্বর) প্রশ্ন থাকবে। জেনারেল নলেজ অংশে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, জেনারেল সায়েন্স, হিস্ট্রি, ফ্রিডম মুভমেন্ট, জিওগ্রাফি ও কারেন্ট ইভেন্ট বিষয়ক প্রশ্ন হবে। সব ক্ষেত্রেই ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং আছে। লিখিত পরীক্ষা ১৯ এপ্রিল। অন্যতম পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা। পরীক্ষার তারিখের তিন সপ্তাহ আগে ই-অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে : www.upsconline.nic.in

লিখিত পরীক্ষার পরে হবে ইন্টেলিজেন্স ও পার্সোন্যালিটি টিস্ট। দুই পর্বে পরীক্ষা হবে। প্রথম পর্যায়ে থাকবে অফিসার সন্টেলিজেন্স রেটিং টেস্ট, পিকচার পারসেপশন ডেসক্রিপশন টেস্ট। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইন্টারভিউ, গ্রুপ টেস্টিং অফিসার টাস্ক, সাইকোলজি টেস্ট ও কনফারেন্স। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে তবেই দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষার জন্য ডাক পাওয়া যাবে।

নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রথমে ৩ বছরের ট্রেনিং দেওয়া হবে। প্রথম আড়াই বছরের ট্রেনিং সবার ক্ষেত্রে একই। সফলরা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এসসি বা বি এসসি (কম্পিউটার) বা বি টেক (এয়ারফোর্স এবং নেভির ক্ষেত্রে) বা বি এ ডিগ্রি পাবেন। এরপর উইং অনুসারে বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হবে যথাক্রমে আর্মির জন্য দেরাদুনের ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে, নেভির জন্য এঝিমালার ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে এবং এয়ারফোর্সের জন্য হায়দরাবাদের এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে। ১০+২ ক্যাডেট এন্ট্রি স্কিমের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা সফলভাবে ট্রেনিং শেষে বি টেক ডিগ্রি পাবেন।

পেশাদারি ট্রেনিংয়ের সময় মাসে ৫৬,১০০ টাকা স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। নিয়োগ হলে শুরুতে বেতনক্রম ৫৬,১০০-১,৭৭,৫০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

কেবল অনলাইন আবেদন করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.upsconline.nic.in অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। দু'টি পার্টে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইনে আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো এবং সই (উভয়ই জেপিজি ফম্যাটে ২০-৩০০ কেবি সাইজের মধ্যে আপলোড করতে হবে। এছাড়াও পি ডি এফ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা প্রার্থীর সচিত্র পরিচয়পত্র (২০-৩০০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ নগদ ১০০ টাকা জমা দেওয়া যাবে পে-ইন-স্লিপের মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। পে-ইন স্লিপের প্রিন্ট আউট নেবেন। পে-ইন স্লিপের প্রিন্ট আউট নেওয়ার পরের কাজের দিন ব্যাঙ্কে গিয়ে নগদে ফি জমা দেবেন। অথবা অনলাইনে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নেট ব্যাঙ্কিং পরিষেবার মাধ্যমে অথবা ভিসা বা মাস্টার বা রুপে ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমেও ফি দেওয়া যাবে।

অনলাইনে ফি জমা দিলে ই রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। তফসিলিদের এবং কর্মরত সৈনিক, প্রাক্তন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার, নন-কমিশন্ড অফিসার এবং আর্মির অন্যান্য র‍্যাঙ্কের কর্মী এবং নেভি ও এয়ারফোর্সের সমতুল র‍্যাঙ্কের কর্মীদের সৈনিক স্কুলে পাঠরীত ছেলেদের ফি লাগবে না।

অনলাইনে দরখাস্ত সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে। এই পরীক্ষার নোটিস নম্বর : 04/2020-NDA-1.

খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে : http://www.upsc.gov.in

তথ্য বা অন্য কোনও সহায়তার জন্য ফোন করতে পারেন এই নম্বরগুলিতে : (০১১)২৩৩৮-৫২৭১, (০১১)২৩৩৮-১১২৫।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৮ জানুয়ারি – ২৪ জানুয়ারি, ২০২০

মেষ : মনের উদ্যম থাকলেও মাঝে মাঝে অবসাদ আসবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা ভাল। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে।

বৃষ : শিক্ষায় অমনোযোগিতার জন্য মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

মিথুন : একটু বুদ্ধি বিবেচনা করে চললে আপনি লাভবান হবেন। বন্ধুদের থেকে সাবধান হতে হবে। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আয় মোটামুটি হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মস্থলে শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে অবহেলা করবেন না। মনের মধ্যে বিভিন্নরকম সন্দেহ বাসা বাঁধতে পারে, মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে নতুনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করুন তাতে আপনার ভাল হবে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

সিংহ : স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আপনার শিল্পীবোধ অন্যকে আকৃষ্ট করবে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ বাধা বিঘ্ন আসবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে মনের মত ফল পাবেন না। কিন্তু অর্থ আসবে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। দৈব দুর্ঘটনার যোগ।

কন্যা : বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়েও সফলতা পাবেন। মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে সমর্থ হবেন। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করলে যথেষ্ট ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

তুলা : কর্মস্থলে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। পূর্ব পরিকল্পিত কাজগুলি সুন্দর ভাবে করতে সক্ষম হবেন। বয়স্করা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : সন্দেহের বশে অন্যকে কটু কথা বলবেন না। ভ্রাতা বা ভগ্নীর দ্বারা উপকৃত হবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। কিন্তু চেষ্টা করলে সফলতা আসবে। ব্যবসায়ে লাভযোগ লক্ষিত হয়।

ধনু : গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। জপ, ধ্যানের দ্বারা শান্তি আনতে হবে। শরীর ভাল যাবে না, ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট, যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্যেও শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়ার যোগ রয়েছে।

মকর : মনের উদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলুন সফলতা আসবে। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। যাঁরা জমিজমা কাজে লিপ্ত তা ভাল ফল পাবেন অর্থাৎ লাভবান হবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিরঃপীড়ায় বা চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কুম্ভ : প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হবে। খুব চিন্তা-ভাবনা করে মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন। জেদের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করতে যাবেন না। পড়াশুনায় ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মযোগ শুভ।

মীন : লেখাপড়ায় ভাল ফল পেতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কর্মে উন্নতি বা নতুন কর্ম লাভের যোগ রয়েছে। গৃহে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। বিবাহের শুভ যোগ রয়েছে।

শব্দবার্তা ১৬৩

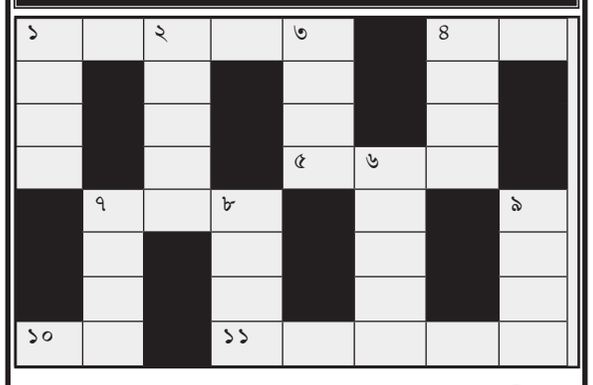

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অতিশয় পরাক্রম ৪। পাখনা, পাখা ৫। গৃহ, ভবন ৭। মাখন ১০। সম্মান, ইজ্জত ১১। এও একপ্রকারের সূর্যগ্রহণ।

উপর-নীচ

১। ছারপোকা ২। ভাঙা গলা ৩। মানুষ ৪। উৎপাত, গোলযোগ ৬। সত্যকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করা ৭। সাক্ষাৎ ৮। জলের অভাব ৯। স্থায়ী বাস।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৬২

পাশাপাশি : ১। সদ্ভাব ৩। ববিতা ৫। দরকার ৬। দাম ৭। জখম ৯। বনজ ১১। বার ১২। পরিভব ১৩। নাবিক ১৪। নমুনা।

উপর-নীচ : ১। সরসিজ ২। বদনাম ৩। বর ৪। তাঞ্জাম ৬। দাহন ৮। খবর ৯। বনবন ১০। জরিমানা ১১। বাহানা ১২। পক।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

দিল্লি বনদফতরে ২১১ ফরেস্ট গার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফরেস্ট গার্ড পদে ২১১ জনকে নেবে দিল্লি সরকার। নিয়োগ করা হবে বন ও বন্যপ্রাণ দফতরে। পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা কেবল সাধারণ প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট ৮৮টি শূন্যপদে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষাকেন্দ্র দিল্লি।

মোট শূন্যপদ : ৮৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। হিন্দি জানতে হবে।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা : পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৬৩ সেমি (গোর্খাদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি)। মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫০ সেমি (গোর্খাদের ক্ষেত্রে ১৪০ সেমি)। পুরুষদের ক্ষেত্রে বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮৪ সেমি, মহিলাদের ক্ষেত্রে ৭৯ সেমি। উভয় ক্ষেত্রে বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকা চাই।

বয়স : ১৩-০২-২০২০ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম : ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন পরীক্ষা, দৈহিক মাপজোক যাচাই এবং দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষার মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে এই সমস্ত বিষয়ে- জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন। প্রতিটি বিষয়ে নম্বর ৪০। মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। মোট সময়সীমা ২ ঘন্টা।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে মোট ৪ ঘন্টায় পুরুষদের ক্ষেত্রে ২৫ কিলোমিটার এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৬ কিলোমিটার হাঁটা। পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ১২ এবং ১৩ মার্চ।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : http://forest.delhigovt.nic.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ ফেব্রুয়ারি। অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট মাপের একটি ফটো (১০০ কেবি সাইজের নীচে) এবং সই (৫০ কেবি সাইজের নীচে) স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ১০০ টাকা। মহিলাদের কোনও ফি লাগবে না।

অনলাইন দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে। দরখাস্ত সাবমিট করার পর ছবি ও সই সহ পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। একই ভাবে ফি দেওয়ার পর ফি রিসিপ্টের প্রিন্ট আউটও নেবেন। এগুলি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরীক্ষার ৩ সপ্তাহ আগে থেকে ই-কার্ড ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

আতস কাঁচে

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

সুভাষ মণ্ডল, ক্যানিং : এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল

এলাকায়। মৃত ছাত্রীর নাম সুচিত্রা সরদার(১৫)। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতমুখী বাজার সংলগ্ন খালপাড় এলাকায়। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে এদিন রাত ৮ টা নাগাদ রায়বাঘিনী উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের দশমশ্রেণীর ছাত্রী সুচিত্রা সরদারকে তার নিজের ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় ওই ছাত্রীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করলেও ততক্ষণে ছাত্রীর দেহে কোন প্রাণ না থাকায় পরিবারের লোকজন কান্নায় ভেঙে পড়ে। ক্যানিং থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ওই ছাত্রীর দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ঠিক কি কারণে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে মেধাবী এই ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে বিদ্যালয় সহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আবর্জনায় অতিষ্ঠ ফিঙাগাছি

সঞ্জয় চক্রবর্তী: হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত ফিঙাগাছি বাঁধে বেশ কিছু দিন ধরে রাতের অন্ধকারে কে বা কারা বস্তাবন্দি ময়লা আবর্জনা ফেলে যাচ্ছে। ডিমের ট্রে, ডিমের খোসা, বস্তাবন্দি পচা আবর্জনা রোজ রাতে গাড়ি করে কে বা কারা যে ফেলছে তা এলাকাবাসী বুঝতে পারছে না। জায়গাটা লোকালয়ের অনেক বাইরে হওয়ার কারণে জানতেও পারছে না সকলে।

এই ময়লা পচে ছড়িয়ে পড়েছে দুর্গন্ধ। পরিবেশ হচ্ছে দূষিত।

সবচেয়ে । বড় ব্যাপার হল...এই ময়লা আবর্জনা রাতের অন্ধকারেই জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ময়লা গুলি মূলতো গাছের গোড়ায় ফেলার ফলে গাছ গুলিও ওই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

মরছে একের পর এক গাছ। ঝলসে যাচ্ছে গাছের পাতা। পথ চলতি মানুষের ও স্থানীয় এলাকাবাসীর দাবি, প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে কোনো ব্যবস্থা না নিলে একের পর এক গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে এমনি আশঙ্কা করছেন সকলে।

সুন্দরবনের উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের জন্য প্রীতিলতা ছাত্র আবাস

পিআইবি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের সার্ধ শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের (কেওপিটি) ১৫০ বছর উপলক্ষে বন্দরের মূল জেটিতে একটি ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন। কেওপিটি–কে দেশের জলশক্তির ঐতিহাসিক প্রতীক বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী এই সংস্থার ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন,বিদেশি শাসকের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মতো নানা ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী এই বন্দর। সত্যাগ্রহ থেকে স্বচ্ছাগ্রহ– এই বন্দর দেশের নানা পরিবর্তন দেখেছে। এই বন্দর শুধু পণ্যই পরিবহণ করেনি, দেশ বিদেশের জ্ঞানভান্ডার বহন–ও করেছে এই বন্দর। সেই অর্থে কলকাতা বন্দর ভারতের শিল্প, আধ্যাত্মিকতা এবং স্বনির্ভরতার প্রতীক।

প্রধানমন্ত্রী এই উপলক্ষ্যে বন্দর সঙ্গীতের সূচনা–ও করেন। তিনি বলেন, গুজরাটের লোথাল থেকে কলকাতা বন্দর পর্যন্ত দেশের দীর্ঘ উপকূল শুধু ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বিশ্ব ব্যাপী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারেও তার ভূমিকা ছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার মনে করে দেশের বন্দরগুলি ভারতের সমৃদ্ধির প্রবেশপথ। এই লক্ষ্যে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যয় সংকোচনের জন্য কেন্দ্র সাগরমালা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ৫৭৫টি প্রকল্পের জন্য ৬ লক্ষ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। তিন লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০টির বেশি প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। ১২৫টির মত প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গেছে। উপকূল হল দেশের প্রবেশপথ,যার উন্নয়ন প্রয়োজন। পূর্ব ভারতের শিল্পকেন্দ্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ এবং বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও মায়ানমারের মত প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ব্যবসা–বাণিজ্য আরো সহজ করার জন্য কলকাতা বন্দরের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে।

রেলপুলিশের মানবিক দৃষ্টান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : অসুস্থ এক বৃদ্ধকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করালেন ক্যানিং ষ্টেশনের রেলপুলিশ। এমন ঘটনায় আরো একবার মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো ক্যানিং ষ্টেশনের কর্তব্যরত রেলপুলিশ। সময়টা সোমবার সকাল ৮ টা বেজে ৫৬ মিনিট। সবে মাত্র ডাউন শিয়ালদহ–ক্যানিং লোকাল ট্রেনটি ক্যানিং ষ্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে।উত্তরের বাতাস আর কনকনে ঠান্ডার মধ্যে ক্যানিং ষ্টেশনে সব যাত্রী যখন নেমে যে যার গন্তব্যে রওনা হয়েছে। সেই সময় ট্রেনের মধ্যে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় পড়ে রয়েছেন বছর পঞ্চান্ন'র বৃদ্ধ বিজয় গায়েন।

অন্যদিকে সাধারণ যাত্রীরা এমন দৃশ্য দেখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিয়ে যে যার গন্তব্যে চলে যায়। আর এমন ঘটনা নজরে পড়ে কর্তব্যরত রেলপুলিশের। তাঁরা ট্রেনের মধ্যে থেকে অসুস্থ বৃদ্ধকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এই বৃদ্ধ।রেলপুলিশ সূত্রের খবর এদিন সকালে সল্টলেকে এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ এলাকার বাড়িতে ফিরছিলেন।সেই সময় ডাউন ক্যানিং লোকাল ট্রেনের মধ্যে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এই বৃদ্ধ। কর্তব্যরত রেলপুলিশ বৃদ্ধকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ওই বৃদ্ধের বাড়িতে খবর পাঠায়। রেলপুলিশের দাবি, ওই বৃদ্ধের বাড়ির লোকজন কে খবর পাঠানো হয়েছে।তারা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল আসবেন।বৃদ্ধ বিজয় গায়েন সুস্থ হয়ে গেলে তাকে বাড়িতে নিয়ে যাবেন। তবে বৃদ্ধকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য বেলপুলিশের এমন মানবিক দৃষ্টান্তকে প্রশংসা করেছেন বৃদ্ধের পরিবার পরিজনেরা।

উত্তরের আঙিনায়

ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: রবিবার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চতুর্থ বর্ষের মেকানিক্যালের ছাত্র বিজন বারিক এর ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়াল। মৃত ছাত্রের নাম বিজন বারিক। জানা গেছে, কোচবিহার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র বিজন বারিক রবিবার সন্ধ্যে নাগাদ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাদ থেকে হঠাৎ পরে গিয়ে গুরুত্বর আহত অবস্থায় তাকে কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এরপর তার স্ক্যান ও এক্সরে করানো হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে। কি কারণে মৃত্যু ঘটলো তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। যদিও এ বিষয়ে কলেজের প্রিন্সিপাল প্রবাল দেব মুখ খুলতে চাননি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হঠাৎ করেই তারা জোরে একটি শব্দ পান তারপরেই রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তারা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন বিজনকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবারে মৃত ছাত্রের বাড়ি বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয় কোচবিহার কোতোয়ালি পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আত্মহত্যা, রেগিং নাকি অন্য কোন কারণে মৃত্যু তা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন আগামীকাল ময়নাতদন্তের পর এই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

বাস সংঘর্ষে আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ। ঘটনায় বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত। ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তালতলা এলাকায়। জানা গেছে রবিবার সকালে কুয়াশার কারণে দুই বেসরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের খাগড়াবাড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের তালতলা এলাকার স্টেট ব্যাংক সংলগ্ন এলাকায়। রাজ্য সড়কের উপর দুটি বেসরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাস দুটির মধ্যে একটি পিকনিকে জাচ্ছিলো।অপর বাসটি কোচবিহার মিনি বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল সেই সময় এই ঘটনা ঘটে। হতাহতের খবর না থাকলেও বাসের মধ্যে থাকা যাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েক জন যাত্রী আহত হন।

বাঘের চামড়া সহ ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : জায়গা পুলিশ চিতাবাঘের চামড়া সহ দুজনকে আটক করলো আজ সকালে ৪০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ চিতাবাঘের চামড়াটি খুব সম্ভবত নেপালে পাচার করতে যাচ্ছিলো ওই দুজন,আজ সকালে একটি চায়ের দোকানে চা খাবার সময় ওই দুজনকে আটক করে জয়গা পুলিশ, ধৃতদের নাম অনিল তামাং এবং মনীশ থাপা ধৃতরা নেপালী হলেও জয়গার স্থানীয় বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

তোর্সা থেকে মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: তোর্সা নদীতে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো কোচবিহার শহর লাগোয়া গুড়িয়াহাটি এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তোরসা নদী সংলগ্ন লংকাবর এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে এই লংকাবর এলাকার তোর্সা নদী থেকে এই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তবে মৃত এই ব্যক্তির নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,এদিন সকালে এক জেলে মাছ ধরতে গিয়ে দেখতে পান এক পচাগলা দেহ নদীর চরে মধ্যে আটকে আছে। তা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি এই ঘটনার খবর দেওয়া হয় কোচবিহার কোতোয়ালি থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি : রাজবাড়ির দীঘিতে এক বছর পয়ত্রিশের যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়িতে। বৃহস্পতিবার সকালে পুকুরে স্নান করতে আসা স্থানীয়রা প্রথমে দেহটি জলের মধ্যে ভেসে থাকতে দেখেন। মুহুর্তের মধ্যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। জলের মধ্যে মুখ ডুবে থাকায় ওই যুবককে কেউ চিনতে পারেনি। রাজবাড়ি দীঘির মূল ঘাটের পাশে রয়েছে মহিলাদের ঘাট, সেই ঘাটে মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখেন সকলে। স্থানিও প্রতক্ষদর্শীদের প্রাথমিক অনুমান ওই যুবক পা পিছলে হয়ত পরে গিয়ে আর উঠতে পারেননি। ঘটনার খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ এসে মৃত দেহ উদ্ধার করে। কিন্তু মৃত দেহ উদ্ধার করার পরেও কেউ চিনতে পারেনি।

পথ হারানো দুই শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : দুই শিশুকে উদ্ধার করে হায়দারপাড়ার এক ব্যক্তি। শিশু দুটিকে পরিজনদের হাতে ফিরিয়ে দেবার আর্জি জানিয়ে ভক্তিনগর থানা পুলিশকে খবর দেন তিনি।

শিশুরা জানিয়েছে তাদের বাড়ি ভারত নগর এলাকায়। পথ হারিয়ে তারা চলে আসে শ্রী চৈতন্য স্বারস্বত মঠ। হায়দারপাড়া, সবজী বাজারের গলি দিয়ে সোজা পথে। স্থানীয় এক ব্যক্তি দুই শিশুকে পথে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ করেন। সেই স্থানীয় ব্যক্তি খবর দেয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ভক্তিনগর থানা পুলিশ এসে দুই শিশুকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

বিচারাধীন বিজেপি কর্মীর মৃত্যুকে ঘিরে উত্তাল

কিংশুক দত্ত , কোচবিহার: পুলিশি হেফাজতে বিচারাধীন বিজেপি কর্মীর মৃত্যুকে ঘিরে সোমবার উত্তাল হয়ে উঠল কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সহ কোচবিহার শহর। হাসপাতালের পাশাপাশি এদিন কোচবিহার শহরের হরিশ পাল চৌপথীতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হলেন বিজেপি নেতাকর্মীরা।

মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য ঘনীভূত হতে শুরু করেছে। গত ৩১ ডিসেম্বর সিতাইয়ের বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বাসুনিয়া আক্রান্ত হন। এর পরিপ্রেক্ষিতে দিনহাটা গোসানিমারি সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি থেকে রামপ্রসাদ বাড়ুই সহ তার ছোট ছেলে এবং ভাইপোকে গ্রেপ্তার করে দিনহাটা থানার পুলিশ। তার ওপর ৩০৭,৩৫৩,২২৫, ও ৫০৬ ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। এরপর ৯ জানুয়ারি অসুস্থতার কারণে তাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যেহেতু তার জামিন হয়নি, এই অবস্থায় পুনরায় ১১ তারিখ তাকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে আসা হয়। এমতাবস্থায় রবিবার রাতে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সোমবার তার মৃত্যু ঘটে বলে জানা গেছে পুলিশি মহল থেকে। তবে অসুস্থতার বিষয়ে মৃত বিজেপি কর্মীর আত্মীয়–পরিজনদের কিছুই জানানো হয়নি পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলে অভিযোগ মৃত স্ত্রী প্রতিমা বাড়ুই–র। একজন সুস্থ মানুষকে পুলিশ তুলে নিয়ে যাওয়ার পর, কি করে তার মৃত্যু হতে পারে? তবে কি তার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল? এই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। পুলিশ হেফাজতে থাকা একজন ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লেও তা কেন জানানো হয়নি তার পরিবার–পরিজনদের? আদৌ এই বিজেপি কর্মীর যথাযথ চিকিৎসা হয়েছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মৃত রামপ্রসাদ বাড়ুইয়ের আত্মীয় পরিজন সহ গোটা বিজেপি দল। এই প্রশ্নগুলি সামনে রেখেই এদিন বিক্ষোভের ফেটে পড়েন তারা। এটা স্বাভাবিক মৃত্যু, না পরিকল্পিত খুন? তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, বিচারাধীন কোনও বন্দী অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়াটা পুলিশের কর্তব্য। পুলিশ যথাযথ কাজই করেছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিজেপি পুলিশ এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলছে।

সিপিআই(এম) কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় এই প্রসঙ্গে বলেন, আসলে বিজেপি এবং তৃণমূল উভয় দলই গোটা রাজ্যের সহ কোচবিহার জেলায় নৈরাজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আর এই কারণেই অনভিপ্রেত মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে। পুলিশ হেফাজতে কোন বিচারাধীন বন্দির মৃত্যু অত্যন্ত লজ্জাজনক। তবে পুলিশকে অবিলম্বে জেলায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে এই নৈরাজ্যের পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবেন না জেলার সাধারণ মানুষ।

ভেজাল দুধ সহ গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: কোচবিহার শহরের উপকণ্ঠে ১২০ লিটার ভেজাল দুধ সহ ৩ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সোমবার গোপনসূত্রে খবর পেয়ে কোচবিহার শহর লাগোয়া খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত ডোডেয়ারহাট এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। এরপরেই ওই তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। ওই ৩ জনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় ভেজাল দুধ বিক্রি হচ্ছিল। তারপরেই এবিষয়ে পুন্ডিবাড়ি থানায় অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছিল না বলে অভিযোগ। আর পুলিশের এই নিষ্ক্রিয়তায় রমরমিয়ে চলছিল এই ভেজাল দুধের ব্যবসা। সামান্য পরিমাণ গরুর দুধের সাথে নিম্নমানের মিল্ক পাউডার মিশিয়ে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছিল বিপুল পরিমাণ দুধ। গরুর দুধের নামে কোচবিহার শহর এবং শহর সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় কার্যত এই অস্বাস্থ্যকর তরল পদার্থ বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করছিল এই অসাধু দুধ ব্যবসায়ীরা। এই পরিস্থিতিতে এলাকার মানুষেরা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাপ দিতে শুরু করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় মানিক সূত্রধার এর বাড়িতে বেশ কয়েক মাস ধরে ভাড়া ছিলেন এই দুধ ব্যবসায়ীরা সকলের চোখের আড়ালে এই ভেজাল দুধের কারবার শুরু করেছিলেন তারা।

এখান থেকেই তাদেরকে গ্রেফতার করে পুন্ডিবাড়ী থানা পুলিশ। ধৃত এই ৩ ব্যক্তির নাম শংকর ঘোষ, অমিত ঘোষ এবং অভিজি ঘোষ। শংকর ঘোষ কোচবিহার এক নং ব্লকের ঘরঘরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। অপর দুজনের বাড়ি কোচবিহার ২নং ব্লকের টাকাগাছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয়দের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে এদিন অভিযান চালায় পুলিশের বিশেষ টিম এবং গ্রেফতার করা হয় এই তিনজন ভেজাল দুধ ব্যবসায়ীকে।

বাড়িতে বোমা মারার অভিযোগে পথ অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: বেশ কয়েকদিন থেকে শীতলকুচি ব্লক জুড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা চলছে, সোমবার রাতে মাথাভাঙা মহকুমার শীতলখুচি ব্লকের গোসাইরহাট এলাকার বিজেপির ১৮নং জেড পি মন্ডল সভাপতি পবিত্র বর্মন এর বাড়িতে বোমা মারার অভিযোগে মঙ্গলবার গোসাইহাট বন্দরে পথ অবরোধ করল বিজেপি। বিজেপি নেতা পবিত্র বর্মণ অভিযোগ করে বলেন, সোমবার রাতে তার বাড়িতে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বোমা মারে, এবং গোসাইহাট বন্দরের দলীয় কার্যালয়ে বোমা মারে, পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়, পুলিশ তিন ঘন্টা পরে তার বাড়িতে আসে, তৃণমূল দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটায়। নির্দিষ্ট সময়ে তার বাড়িতে পুলিশ না এসে প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে পুলিশ তার বাড়িতে আসে।এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে ,এবং যারা বোমা মেরেছে তদন্ত করে তাদেরকে খুঁজে বের করার দাবিতে এই পথ অবরোধ বলে জানান তিনি ।

পথ অবরোধের খবর পেয়ে শীতলকুচি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশ তদন্তের আশ্বাস দিলে পথ অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। অবরোধের জেরে মাথাভাঙা শীতলকুচি রাস্তায় বেশ যানজটের সৃষ্টি হয়। তৃণমূল নেতারা বলেন, বোমা মারার সঙ্গে তাদের দলের কোনো যোগ নেই, তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা।

চোরাই তেল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশের অভিযানে উদ্ধার প্রচুর বেআইনিভাবে মজুদ রাখা চোরাই তেল। সোমবার সন্ধ্যায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ এর কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী আইওসি এলাকায় একটি গুদামে মজুদ রয়েছে প্রচুর পরিমাণে চোরাই পেট্রোল ডিজেল। তবে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ বেআইনিভাবে মজুদ রাখা প্রায় ১০০০ লিটার তেল উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। এই ঘটনায় নিউ জলপাইগুড়ি এলাকার বেশ কয়েকজন তেল মাফিয়া কে খুঁজছে নিউ জলপাইগুড়ি পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে অপরাধীরা শহর ছেড়ে পালিয়েছে।

বিজেপি কর্মীকে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের মহিষকুচি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে। মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের মহিষকুচি ২ নম্বর গ্রামপঞ্চায়েত অফিসে কৃষক বন্ধু চেক দেওয়া হচ্ছিল, সেই চেক বিজেপি কর্মী সমর্থকরা আনতে গেলে সেই সময় বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা চালায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা বলে অভিযোগ।ঘটনায় বেশ কয়েক জন বিজেপি সমর্থক আহত হয়ে বক্সিরহাট প্রাথমিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যদিও এ বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব জানান এখানে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। আমাদের পরিকল্পিতভাবে কালিমা লিপ্ত করতে চাইছে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।

হাতির তাণ্ডব অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: হাতির দাপটে ঘর ভাঙল বাগডোগরাতে, আজ সকালে বাগডোগরার ভিসমন্তি এলাকায় ঢুকে পড়ে তিনটি হাতি, ভাঙে চারটি বাড়ি একটি দোকান, ক্ষতিগ্রস্থ হয় একটি চায়ের দোকান স্থানীয়দের অভিযোগ বার বার লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও কোন পদক্ষেপই নেয় নি বনদপ্তর, দোকানের মালিক বিমল রায় জানান, সকালের প্রথম চা বানাতে বানাতেই ঢুকলো হাতি কিছু বোঝার আগেই নষ্ট করল সবকিছু, ঘর ভেঙেছে চারজনের সব হারিয়ে দিশেহারা ব্যক্তিরা বনদপ্তরের কাছে ক্ষতিপুরণ দাবি করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

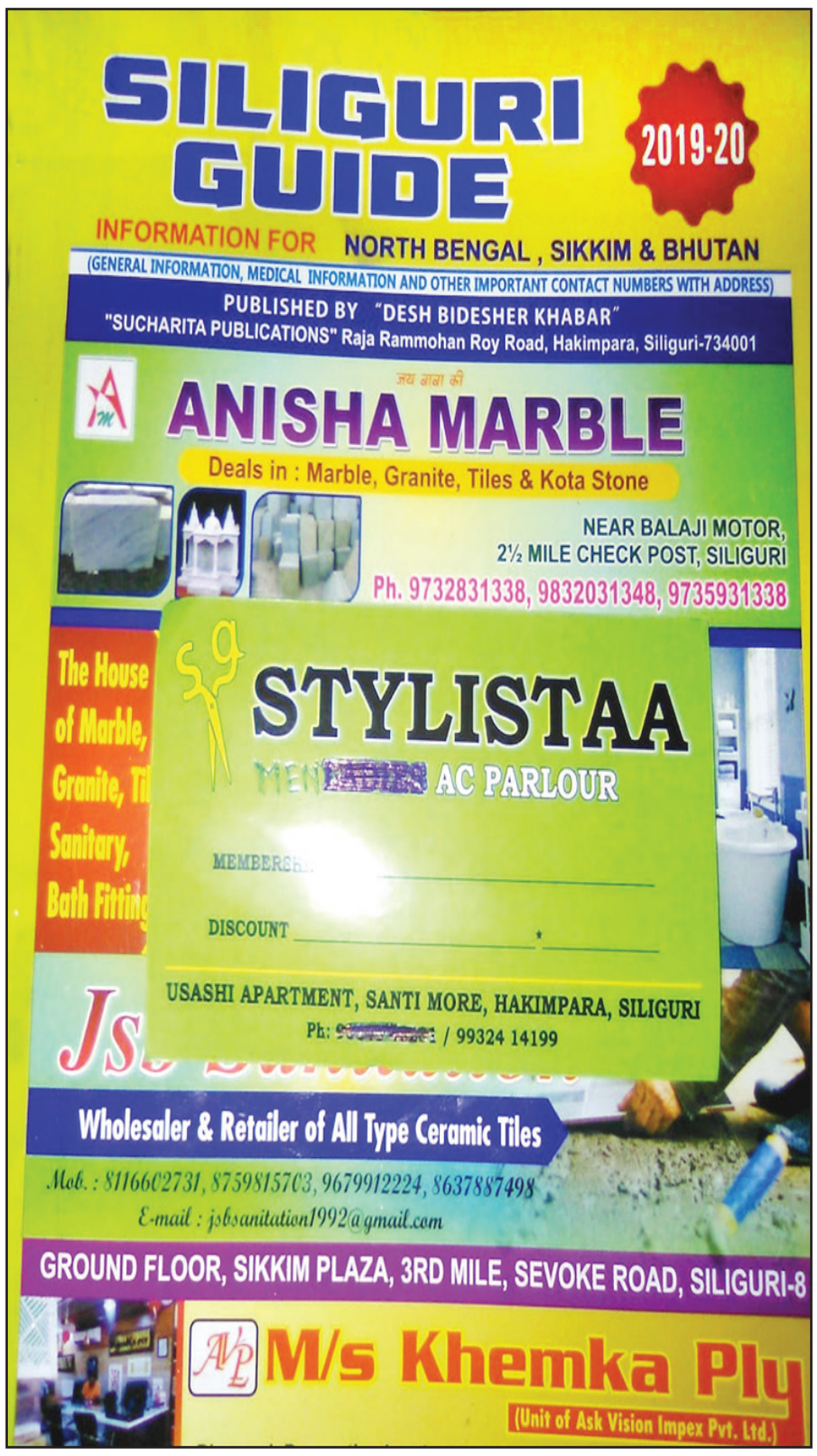

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ১৮ জানুয়ারি – ২৪ জানুয়ারি, ২০২০

নেতাজি জয়ন্তীতে জাতীয় ছুটি অগ্রাহ্য হয় কেন?

ভারতে অনেক জাতীয় নেতার জন্ম মৃত্যু দিনে নানা দিবস পালনের রেওয়াজ গত কয়েক দশক ধরে চলে আসছে। তাদের সেই জন্ম মৃত্যু দিনকে গভীর ভাবে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নানা প্রকল্প পরিকল্পনা দেশে বিদেশে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে থাকেন। একমাত্র ব্যতিক্রম শুধুমাত্র নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ক্ষেত্রে। তাঁর জন্মদিন টুকু ঘোষণা করতে জওহরলাল নেহেরুর আমলে আকাশবাণী কুণ্ঠিত ছিল। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে নেতাজির জন্মদিন উদযাপনের সংবাদ পরিবেশন নিষিদ্ধ ছিল। এর আগেই নেহেরুজী ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোনও প্রকাশ্য স্থানে নেতাজির ছবি টাঙানো বা জন্মদিন পালন নিষিদ্ধ করেছিল। পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধির আমলে কোনও কোনও আজাদী সেনা স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন পেলেও তাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল।

অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিছু নেতাজি সংক্রান্ত ফাইল প্রকাশ করেছেন। মোদী সরকারও নেতাজি সম্পর্কে পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে নেতাজি সম্পর্কে অনেক গোপন ফাইল প্রকাশ ও আজাদ হিন্দ সম্পর্কে ইতিহাসের সত্য প্রকাশে কিছুটা হলেও এগিয়েছেন। কংগ্রেস আমলে সেই প্রচ্ছন্ন নেতাজি বিরোধিতার বীজ আজ পল্লবিত হয়ে সংক্রমণ ঘটিয়েছে সমাজের নানা স্তরে। গান্ধি জয়ন্তী সর্ব ভারতীয় স্তরে ছুটি ঘোষিত হলেও নেতাজি জয়ন্তীর ব্যাপারে কিছু রাজনৈতিক দল ও কিছু গোষ্ঠী আজও ছুঁত মার্গে ভুগে থাকেন। তারা দেশপ্রেম দিবসের দাবি তুললেও জাতীয় ছুটির ব্যাপারে এক যুক্তিহীন যুক্তি দিয়ে থাকেন। নেতাজি কর্মযোগী ছিলেন তাই তাদের মতে ২৩ জানুয়ারি ছুটি দেওয়া উচিত নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে জাতীয় ছুটির তাৎপর্য এই যে সর্বস্তরে সেই মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ করে দেওয়া ও তার সম্পর্কে দেশবাসীর নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেমের সঞ্চার ঘটানোর কর্মসূচি গ্রহণ করা। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে নেতাজির জন্মদিনের তাৎপর্য অনেকটাই ব্যাহত হয়। দেশের এবং বিদেশের সমস্ত সরকারি অফিসে দূতাবাসে ২৩ জানুয়ারি উদযাপিত হলে তার প্রভাব অপরিসীম। দেশে বিদেশে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভাবধারা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে জাতীয় ছুটি অত্যন্ত জরুরি। যারা বলছেন শুধুমাত্র ছুটিতে কর্ম দিবস নষ্ট হয় এবং সাধারণ মানুষ আনন্দ হুল্লোড় করে কাটায় তাদের অনুধাবন করার প্রয়োজন আছে আজ ও আগামী দিনের জন্য জাতীয় ছুটি অত্যন্ত জরুরি। মানুষ হৈ হুল্লোড় আনন্দ বিনোদন করতেই পারে। সেটা জীবনেরই অঙ্গ। দেশের মুক্তি আন্দোলনে নেতাজির অবদান কোনও অংশে কম নয়। স্রেফ পরিবার তন্ত্রের মহত্ব আরোপের কারণেই গান্ধিজির বিশ্ব ব্যাপী এত রমরমা। যাঁরা দেশপ্রেমিক মানুষ তাদের ২৩ জানুয়ারী ছুটির আর্জি বারংবার খারিজ হয়ে গেছে। রাজনৈতিক রঙে নেতারা বারংবার ন্যায্য দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। এবার সময় এসেছে বাস্তববাদী হওয়ার।

অমৃত কথা

কর্মযোগ
কর্মই উপাসনা

এজীবন মুক্তির এক প্রচণ্ড ঘোষণা, এবং এই নিয়মানুবর্তিতার বাড়াবাড়ি আমাদিগকে সমাজে,রাজনীতি ক্ষেত্রে বা ধর্মে শুধু জড়বস্তু করিয়া তুলিবে। অত্যধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতিমাত্রায় বিধি নিয়ম দেখা যা, নিশ্চয় জানিবে সেই সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ভারতের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করিলে দেখিবে হিন্দুদের মতো আর কোন জাতির এত অধিক বিধি নিয়ম নাই,এবং ইহার ফল জাতি হিসাবে বিনাশ। কিন্তু হিন্দুদের একটি অপূর্ব ভাব তাঁহারা ধর্ম ব্যাপারে কখনো কোন মতবাদ বা গোঁড়ামির সৃষ্টি করেন নাই, তাই ধর্মের চরম উন্নতি হইয়াছে। নিয়ম চিরন্তন হইলেমুক্তি অসম্ভব,কারণ

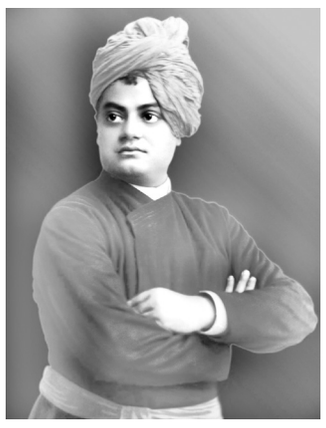

চিরন্তন বস্তুনিয়মের অন্তর্গত এ কথাবলিলে চিরন্তনকে সীমাবদ্ধ করা হয়।

ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য নাই, কারণ কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি মানুষের সমান হইয়া যাইতেন। তাঁহার কোন উদ্দেশ্যের প্রয়োজন কি? কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি তো তাহা দ্বারা বদ্ধ হইতেন। তবে তো ঈশ্বর ছাড়া কোন মহত্তর ভাব আছে বলিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ : গালিচা–নির্মাতা একখণ্ড গালিচা বয়ন করে; একটা কিছু মহত্তর ভাব তাহার বাহিরে ছিল (যাহা সে গালিচায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে)। যে ভাবের সহিত ঈশ্বর নিজেকে মিলাইয়া চলিবেন, সেই ভাবটি কোথায়? ঠিক যেমন বড় বড় সম্রাটগণ কখনো বা পুতুল লইয়া খেলা করেন, ঈশ্বরও তেমনি এই প্রকৃতির সহিত খেলা করেন; এবং ইহাকেই আমরা বিধি বা নিয়ম বলি। আমরা ইহাকে নিয়ম বলি, কারণ সেটুকু বেশ চলে। আমরা ঘটনার অংশটুকুই দেখিতে পাই; সেইটুকুর মধ্যেই নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নিবদ্ধ। এ–কথা বলা মূর্খতা যে, নিয়ম অনন্ত– প্রস্তরখণ্ড চিরকাল পড়িতে থাকিবে। সকল যুক্তিই যদি অভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত হয়, তবে পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্বে প্রস্তরখণ্ড পড়িয়াছিল কিনা, দেখিবার জন্য কে বর্তমান ছিল? সুতরাং বিধি বা নিয়ম মানুষের প্রকৃতিগত নয়। যেখানে আমরা আরম্ভ করি, সেখানেই শেষ করি– মানুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের এ এক দৃঢ় ঘোষণা। প্রকৃতপক্ষে আমরা ক্রমশঃ নিয়মের বাহিরে যাইতেছি। শেষ পর্যন্ত সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া নিয়মের একেবারে বাহিরে চলিয়া যাই।

ফেসবুক বার্তা

মনে পড়ে কী?

এই বই গুলোর কথা যে গুলো দিয়ে আমাদের জীবন শুরু হয়েছিল

অন্নদাকুমার চক্রবর্তী ওরফে স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী ও নেতাজির অকথিত ইতিহাস

নির্মল গোস্বামী

আবার একটা নেতাজির জন্মদিন এসে গেল। রাজ্যে কেন্দ্র পালা বদলের পরও নেতাজির শেষ জীবনের রহস্য আজও উন্মোচিত হল না। গুমনামী ছবি মুক্তি পেয়েছে। বসু পরিবারের মধ্যে তার নিকটজনেরা নেতাজি সন্ন্যাসী হয়েছে একথা মানতে পারছে না। যেমন তাঁর হাতে গড়া দল ফরোয়ার্ড ব্লকের বর্তমান নেতারাও ক্ষুব্ধ গুমনামী বাবাকে নিয়ে– নেতাজি কেন হিন্দু সন্ন্যাসী হবে?

যারা দেশসেবাকে পেশা মনে করে তাদের ক্ষেত্রে বুঝতে একটু অসুবিধা হবার কথা। কিন্তু যারা দেশসেবা– মানবসেবা– ঈশ্বর সেবাকে একাকার করে দেখে– তাদের কাছে নেতাজি সন্ন্যাসী, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

এমনি এক মহামানবের গল্প বলব যিনি মনে করতেন নেতাজি আ–জন্ম সন্ন্যাসী। তিনি কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, আবার সদ্‌গুরু সন্ন্যাসী। সাধন জগতের মানুষেরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে অন্নদাকুমার চক্রবর্তী। পিতা যুগলকিশোর, মাতা রজনী দেবী। পুরুলিয়ায় গড় পঞ্চকোট এখন ট্যুরিস্ট স্পট। সেই গড় পঞ্চকোট রাজ্য মধ্যপ্রদেশের ঢেড়া নামক স্থান থেকে বনমালী পণ্ডিত এসে বসবাস শুরু করেন। অন্নদা সেই বংশের ষষ্ঠপুরুষ। অন্নদার পিতামহ নীলকণ্ঠ চক্রবর্তী ছিলেন শৈব সাধক। সাত্ত্বিক, সত্যবাদী মানুষ। প্রায় ছোট খাটো জমিদারের মতো অবস্থাপন্ন গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। স্বামী অসীমানন্দ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে গ্রামের মানুষেরা প্রয়োজনে তাঁদের বাড়িতে কর্জ করতে আসতেন। তাঁর ঠাকুরদা কর্জ দেবার সময় দেয়ালে গোবরের তিনটি ফোঁটা দিতেন, তারপর তাকে বলতেন সূর্যের দিকে চেয়ে শপথ কর যে সুবিধা মতো সময়ে ঋণ শোধ করে যাবে। আর যদি শোধ না করতে পার তাও বলে যাবে। এই ভাবে মুখের কথায় যারা টাকা ধার নিত তারা কিন্তু শোধ করত। এমনি সত্য নিষ্ঠ পরিবারের সন্তান যে সত্যের পথে চলবে তাতে আর সন্দেহ কী?

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর। দিল্লিতে রাজা পঞ্চম জর্জ আসবে। সেই উপলক্ষে পল্লির পথ সাজানো হয়েছে স্কুলে স্কুলে ছাত্রদের পঞ্চম জর্জের জয়গান গাওয়ানো হচ্ছে। ছাত্ররা গান গাইতে গাইতে শোভাযাত্রা করবে। অন্নদা তখন ক্লাস ফোর। তিনি গান গাইতে অস্বীকার করলেন। পাড়ার শোভাযাত্রায়ও অংশ নিলেন না। ছোটবেলায় মায়ের মুখে গল্প শুনেছিলেন ইংরেজরা এদেশের তাঁতীদের আঙুল কেটে নিয়েছিল। সেই কথা স্মরণ করে রামচন্দ্রপুর উঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে বসে 'দরবার দিনে' নামে একটি কবিতা লিখলেন– 'যারা তাঁতীর কাটল আঙুল তাদের দেব জয়/জীবন থাকতে নয়...।' স্কুলের স্লেটে কবিতা দেখে সহপাঠি মতিলাল পণ্ডিত মশাইকে দেখালে পণ্ডিতমশাই অন্নদাকে ডেকে বলল বটে আমার চাকরি খাবার ব্যবস্থা হচ্ছে? এই সব কথা লিখলে চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব। প্রচণ্ড মার মেরে ছিলেন। তিনি একদিকে শাসন করছেন কিন্তু তার চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যখন অসীমানন্দ তখন সেই পণ্ডিত মশাই এসে স্লেটের লেখা অন্নদার কবিতাগুলি স্মৃতি থেকে খাতায় লিখে রেখেছিলেন সেই কবিতা সংগ্রহটি অসীমানন্দের হাতে দিয়ে উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করেছিলেন।

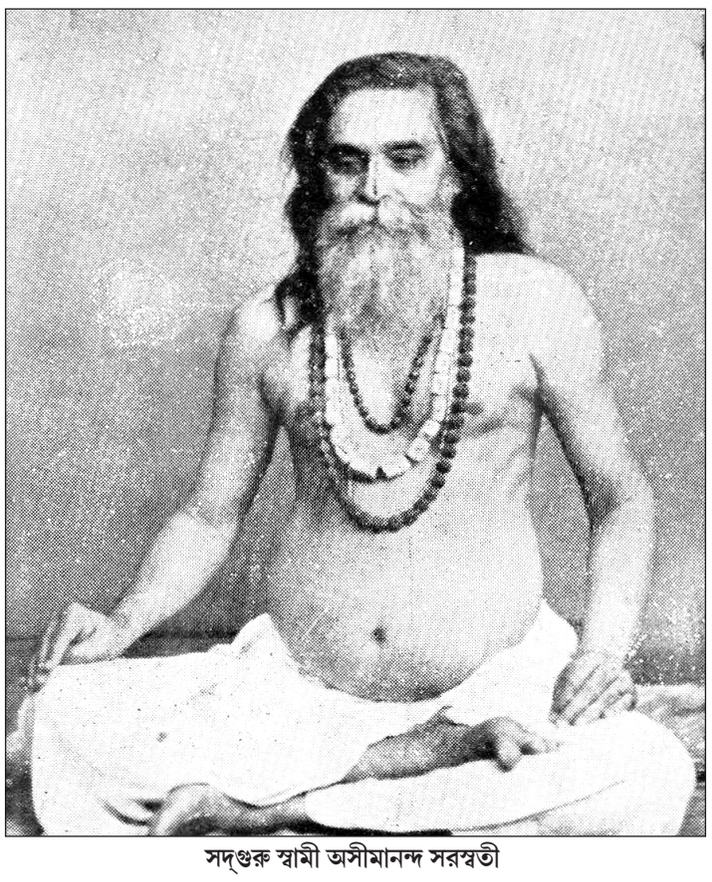

সদ্‌গুরু স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী

কিশোর অন্নদা পাড়ার অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে নানান অলৌকিক ঘটনা দর্শন করত। সূক্ষ্মদেহে অনেক সন্ন্যাসীরা যেন তাকে ঘিরে থাকত। মুরাডী হাই স্কুলে যখন পড়ত তখন শিক্ষক পশুপতি মণ্ডল খুবই স্নেহ করতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত কবিতা বই কিনে পড়াতেন। তখন প্রবাসী ও ভারতবর্ষ পত্রিকা নিয়মিত পড়তেন অন্নদা। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার পিছনে এই পশুপতি মণ্ডলের অবদান ছিল অপরিসীম। অন্নদা একবার অসুস্থ হয়ে ঔষধ এবং পথ্য খাওয়া ছেড়ে দেয়। বাঁচার জীবনী শক্তি হারিয়ে ফেলে ছিল তরুণ অন্নদা। একদিন বাড়িতে দেখতে এসে শিক্ষক পশুপতিবাবু বলেছিলেন, 'এমন করে বিছানায় পড়ে তোমায় যেন মরতে না হয়। তুমি যেন মানুষের মতো মরতে পারো, আর ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পার। এই আমি তোমাকে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি।' অন্নদা মাস্টার মশায়ের পাঁ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিল, 'ভারতবর্ষ স্বাধীনতা না দেখে আমি কখনও মরব না।'

পরবর্তীকালে অন্নদা যখন পুরুলিয়ার রামচন্দ্রপুরে আশ্রম স্থাপন করেন, তখন সেই আশ্রমের সাইনবোর্ডে লেখা ছিল 'ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ সাধনই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য।' এই ব্রত নিয়ে আশ্রম খোলা মনে হয় এই প্রথম এবং এই শেষ। কারণ এই ব্রত নিয়ে অনেকে রাজনৈতিক দল তৈরি করেছে। কিন্তু আশ্রম তৈরির কথা শোনা যায় নি।

বর্ধমান রাজ কলেজে পড়াশোনা। ছাত্রাবস্থাতেই সমাজসেবা, সাহিত্যসেবা এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। রামচন্দ্রপুর আশ্রমকে কেন্দ্র করেই তিনি তার বহুমুখী কর্মধারা বিস্তার করেন। বিপ্লবী বারীন ঘোষ তাঁকে বলেছিলেন 'যে দিন সকলের মধ্যে ভগবানের সেবা করতে পারবে, সেদিন সত্যিকারের ভগবান সেবা হবে।'

তাই এই আশ্রমে একদিকে পল্লি উন্নয়নের কাজ, শিক্ষা বিস্তারের কাজ এবং ইংরেজদের চোখে ধুলো দেবার জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আড়ালে বিপ্লবের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য আলাপ আলোচনা সেরে নিতেন।

তিনি একসময় বর্ধমান জেলার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। বর্ধমান, পুরুলিয়া, সিংভূম এবং রাচি পর্যন্ত ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। এই সমস্ত অঞ্চলে কংগ্রেসের শেষ কথা তিনিই বলতেন। তাঁর আশ্রমে চরকা কাটা হতো। খাদি বিক্রি হতো। গান্ধিজীর সত্যাগ্রহের কাজকর্ম করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস করতেন যে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই ভারতের স্বাধীনতা আসবে। বর্ধমানে গান্ধিজী এবং দেশবন্ধু ও বাসন্তী দেবী এসেছিলেন। অন্নদা এই দুই সভাতেই কবিতায় অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনে কলকাতায় থেকেছেন। ওই সময় মোহনলাল স্ট্রিটে বিজলি পত্রিকার অফিসে কবি নজরুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। বর্ধমানে এবং রানীগঞ্জে নজরুলের সঙ্গে অনেকদিন কাটিয়েছেন। কলকাতায় যোগীন্দ্র নাথ সরকারের বাড়িতে থাকতেন এবং তাদের বইয়ের দোকানে কাজ করতেন। এইসময় সাংবাদিক অন্নদা 'ভক্তি' ও 'দেশদর্পণ' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। সাপ্তাহিক আর্যাবর্ত, আত্মশক্তি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত 'মুক্তি'তে লিখতেন। বাঁকুড়া থেকে বের হত 'যুগদীপ' তাতেও তিনি লিখতেন। বর্ধমান থেকে তিনি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেবকী বসুর (বিখ্যাত চিত্রপরিচালক) যুগ্ম সম্পাদনায় বের হত 'শক্তি' পত্রিকা। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। বিমল মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। এঁরা দীর্ঘদিন রাজচন্দ্রপুরে তাঁর আশ্রমে কাটিয়েছেন। মানভূম উন্নয়ন সমিতির মুখপত্রও তিনি বের করেছিলেন। সেই পত্রিকা পড়ে প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষাবিদ ক্ষিতিশ মোহন সেন এবং বর্ধমানের মহারাজা মহাতাপ।

ঝাড়গ্রামে ছাত্র সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সরাসরি সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দেন। ১৯২৭ সালে রামচন্দ্র আশ্রমে সুভাষ বসুর সভাপতিত্বে রাজনৈতিক সম্মেলন হয়েছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ও বাগ্মী মোক্ষদাচরণ সামধায়ী সুভাষ বসুর সঙ্গে এসেছিলেন। এরপর রঘুনাথপুর, কাশীপুর, সাঁতুরি, নেতুড়িয়া থানায় কংগ্রেস কমিটি গঠন করেন। এই সময় তিনি রঘুনাথপুরে একটা ছোট খড়ের ঘরে থাকতেন। ১৯২৭ সালে ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতকে আলাদা করার বিরুদ্ধে আন্দোলন, মন্দালয়ের ইনসিন জেলে বন্দি সুভাষচন্দ্রের মুক্তির জন্য আন্দোলন, কাকরি ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে, দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলনের পুরোভাগে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৭ সালে ১২ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধি ধানবাদে আসেন। ওই সভায় তিনি কবিতা পাঠ করেন।

১৯২৮ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য সুভাষচন্দ্র রামচন্দ্রপুর আশ্রমে এসেছিলেন। কংগ্রেসের বড় নেতা জীমূতবাহন সেন গাড়ি চালিয়ে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে আসেন। সে দিন ছিল দোল পূর্ণিমার দিন। সুভাষচন্দ্র অন্নদাকে বুকে জড়িয়ে স্নেহালিঙ্গন দিয়েছিলেন। তখন অন্নদা জামা ও জুতো পরতেন না। সুভাষচন্দ্র নিজের নতুন চটি জুতো অন্নদাকে দিলেন এবং খাদি ভাণ্ডার থেকে খাদি কিনে জামা তৈরি করে দিলেন।

সুভাষ বোস আশ্রমের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দিলেন 'মানভূম কর্মী সংসদ'। এবং নিজে ওই সংসদের সভাপতি হলেন। টেলার চার্চার পুলিশ সুপার একবার আশ্রমে আগুন ধরিয়ে দিলে আলমারিতে রাখা সুভাষের অমূল্য দান জামা ও জুতো পুড়ে যায়।

অন্নদা চক্রবর্তী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে বসিরহাট সম্মেলনে যোগ দেন। ওই সভায় যতীন মোহন সেনগুপ্ত ও সুভাষের মিলনে সকলেই খুশি হয়।

১৯২৯ সালে কলকাতায় পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কংগ্রেস সম্মেলনে অন্নদা ডেলিগেট ছিলেন। এইখানে ইতিহাসের অনুচ্চারিত এক সত্য উদঘাটন করেছেন। ওই সভায় গান্ধিজীর ডোমিমিয়ন ট্যাটাসের দাবি এবং সুভাষ বোসের পূর্ণ স্বরাজের দাবি নিয়ে ভোটাভুটি হয়েছিল। মাত্র কয়েকটা ভোটের ব্যবধানে সুভাষের পূর্ণ স্বরাজের দাবি পরাস্ত হয়েছিল। কিন্তু গান্ধিজীর নির্দেশে অনেক ভোট বাতিল হয়েছিল– কারণ ভোটাররা মেশিনে বোনা সোয়েটার পরে ভোট দিয়েছিল। এবং সেই বাতিল ভোটের বেশির ভাগটাই ছিল সুভাষের পক্ষে। সেদিন যদি পূর্ণ স্বরাজের দাবি কংগ্রেসে গৃহীত হতো, তাহলে ভারতের ইতিহাস অন্য খাতে বইত। সুভাষকেও আর দেশ ছাড়তে হতো না।

এরপর এলো সেই ভয়ংকর দিন। আগের দিনেই খবর এসেছিল আশ্রমে পুলিশ আসবে গ্রেফতার করতে। অন্নদার হাতে গড়া ৫০০ সাঁওতাল সেনারা বলল হয় তুই পালিয়ে যা নয় তো আমাদের হুকুম দে আমরা লড়াই করব। অন্নদা কিছুই করল না। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট টেলার সাহেব বলল অন্নদা চক্রবর্তীকে চাই। তারা বইয়ের আলমারিতে আগুন ধরিয়ে দিল। আশ্রমের মাথা থেকে জাতীয় পতাকা নামিয়ে এনে পায়ে মাড়াতে যাবে এমন সময় অন্নদা ধাক্কা মেরে টেলারকে ফেলে দেয়। তখন অন্নদাকে উলঙ্গ করে পাছায় এবং পিঠে ৫০ ঘা চাবুক মারা হয়। এরপরের অত্যাচারের কাহিনী অন্নদার বয়ানে এইরূপ 'চার্চার সাহেব আলপিন দিয়ে আমার আঙুলের অগ্রভাগ ফুঁড়তে লাগল। আমার পিঠে ও বগলে সঙ্গীনের (বিয়নেট) খোঁচা দেওয়া হল। আমার দেহ তখন সকল অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। আমার মন অপর এক রাজত্বে গিয়ে যেন এক অমৃতের আস্বাদনে তন্ময় হয়ে থাকল। আমাকে মাটিতে ফেলে টেলার বুট সহ আমার বুকে উঠে নাচতে লাগল। আমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠল। তখন আমাকে একটা দড়ি দিয়ে ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়া হল। আমি মাটিতে লুটতে লুটতে ঘোড়ার সঙ্গে চললাম। এই দৃশ্য দেশে এক সাঁওতাল টেলারকে লক্ষ্য করে তীর তা ঘোড়ার গায়ে লাগে। ঘোড়া আমাকে সুদ্ধু নিয়ে পুকুরে নেমে গেল। আমাকে পুকুরে ফেলে তারা চলে গেল। সাঁওতালরা তুলে পরিচর্যা করে।

আগে একবার চাঁইবাসার জেলে ছিলেন মাস দুয়েকের জন্য। তারপর ১৮ সেপ্টেম্বর তাঁর দুবছরের জন্য জেল হয়। তিনি পুরুলিয়ার জেলে দুবছর অতিবাহিত করেন। এই কারা জীবনে অন্নদা থেকে স্থায়ী ভাবে তিনি অসীমানন্দে রূপান্তরিত হন। তার এই পরিণতি ছিল পূর্ব নির্ধারিত। তার পিঠে যখন চাবুক মারা হচ্ছিল তখন তার আঘাত পড়ছিল তার গুরু কিরণচাঁদ দরবেশজীর পিঠে। এই কিরণচাঁদ দরবেশজী হচ্ছে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। কিরণচাঁদ দরবেশজী ছিলেন সাধক, আবার কাশির বাঙালি টোলার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। দরবেশজীও ছিলেন উচ্চমানের কবি। তাঁর মন্দির কাব্যগ্রন্থ বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ক্লাসের পাঠ্য পুস্তক ছিল।

রামচন্দ্রপুর আশ্রমে সেই অশ্বত্থ গাছের তলায় সুভাষচন্দ্র এসে ১০ মিনিট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর অন্নদাকে বলেছিলেন এই স্থানটার একটা মহাত্ম্য আছে। শিষ্য অন্নদা যখন স্বামীজী হলেন তখনও কিন্তু মানবসেবা বন্ধ করেননি। দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার নিরন্ন মানুষ খেয়েছে। কোথা থেকে কে মালপত্তর পাঠাত তা কেউ জানে না। স্বামী অসীমানন্দ নেতাজীকে ভুলতে পারেন নি তিনি তাঁর আশ্রমে গড়ে তুলেছেন অত্যাধুনিক নেতাজী ইন্টার ন্যাশনাল আই হসপিটাল। তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যরা আজও মানবসেবার পথ থেকে সরে আসেনি। শুধু গেরুয়ায় মুক্তি নেই। ভগবত জ্ঞানে মানবসেবা তথা দেশ সেবাতেই আথে যথার্থ মুক্তি। পুরুলিয়ার বড়ন্তি এখন পরিচিত স্থান। মুরারডি স্টেশন থেকে বড়ন্তির পথে যেতে পড়বে স্বামী অসীমানন্দের আশ্রম ও আই হসপিটাল। যারা বড়ন্তি বেড়াতে যায় তারা ইচ্ছা করলে পূণ্যভূমি দর্শন করে ধন্য হতে পারে।

তথ্যসূত্র : স্বামী অসীমানন্দের আত্মজীবনী 'আমার জীবন থেকে'।

অনুষ্ঠিত হল নতুনগ্রামের কাঠপুতুল মেলা

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ, আমার মন ভুলায় রে...

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গানের সেই রাঙামাটির পথ আর নেই নতুনগ্রামে। মেঠোপথের ওপর পলেস্তারা, বিটুমিনের প্রলেপ পড়েছে। সবুজে ঘেরা গাঁয়ে মাটির দেয়ালের ঘরবাড়ি আর নজরে পড়ে না। সোঁদা মাটির গন্ধও উধাও। ধীরে ধীরে গাঁয়ের পরিবেশকেও গ্রাস করছে কংক্রিটের জঙ্গল। এ সবই যে নব্য সভ্যতার উন্নয়নের ফসল। দিন বদলের সাথে এহেন পরিবর্তন আরও চোখে পড়বে। তবে, এসবের মধ্যেই এখনও বাউণ্ডুলে মন ভোলানোর জন্য নতুনগ্রামের মানুষগুলো রংবেরঙের কাঠপুতুলের অজস্র সংসার সাজিয়ে রেখে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী থানার নতুনগ্রামকে এখন বিশ্ববাসী কাঠপতুলের গ্রাম নামেই চেনে। হাওড়া–কাটোয়া রেলপথে পাটুলি ও অগ্রদ্বীপ স্টেশনের মধ্যবর্তী

বামদিকে নতুনগ্রামের অসংখ্য পরিবারের বংশ পরম্পরায় রুজিরোজগারের একমাত্র মাধ্যম কাষ্ঠ খোদাই শিল্প। শতাধিক বছর ধরে এখানকার শিল্পীরা হাতুড়ি, বাটালি, কুড়ুলের কৌশলে নরম কাঠ কুঁদে কুঁদে চোখধাঁধানো শিল্পসামগ্রীর জগত রচনা করে চলেছেন। রাজা–রানি, সেপাই–সান্ত্রী, গাঁয়ের বধূ, পঁচো, বক আরও কত কী...। বছরভর এখানকার একেকজন শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় একেকটা কাঠের টুকরো এভাবেই নানারূপে ফুটে উঠে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। নতুনগ্রামের একাধিক কাষ্ঠ খোদাই শিল্পী রাষ্ট্রপতির কাছ থেকেও সম্মানিত হয়েছেন।

আর সেই সৃজনশীলতাকে কুর্নিশ জানাতেই শিল্পীদের নিজের গ্রামেই ফি বছরে কাঠপুতুল মেলার আয়োজন। এবার ৩ দিনের কাঠপুতুল মেলার সূচনা হয়েছিল ৩ ডিসেম্বর। স্থানীয় প্রশাসন ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা এবং বাংলা নাটক ডট কম সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এই মেলা চলে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেলা উপলক্ষ্যে নানাবিধ হস্তশিল্প সামগ্রীর পাশাপাশি রসনা তৃপ্তির জন্য অসংখ্য স্টল ছিল।

পাশাপাশি বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকগান, রায়বেশে, ছৌ নৃত্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানেরও ভরপুর আয়োজন ছিল। এমনকি, জার্মানি থেকে আসা একদল শিল্পী লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। এবারে কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যেই অকাল বর্ষণের উপদ্রবকে উপেক্ষা করেও দেশ বিদেশের অসংখ্য মানুষ নতুনগ্রামের কাঠপুতুল মেলায় ভিড় জমিয়েছিলেন। উৎসাহী মানুষজন কাঠপুতুলের স্টলগুলি ঘুরে দেখে পছন্দমতো কেনাকাটার পাশাপাশি অনেকেই পুতুল তৈরির কৌশল নিয়ে শিল্পীদের সাথে কথা বলে নিজের কৌতূহল নিরসন করেন।

নতুনগ্রামের কাষ্ঠ খোদাই শিল্পী দিলীপ সূত্রধর বলেন, আগে আমাদের এই শিল্পের এতটা কদর ছিল না। এখন সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বাংলা নাটক ডট কম সংস্থা নানাভাবে আমাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় শিল্পীরা অনেক উপকৃত। আর এক শিল্পী মাধব ভাস্কর বলেন, বর্তমানে রাজ্য সরকার হস্তশিল্পীদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বলেই এখন আমাদের সারাবছর কাজ আছে।

সারাবছর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত মেলায় আমরা যোগ দিয়ে আমাদের সেরা কাজগুলো তুলে ধরার সুযোগ পাই। এর ফলে কাজের চাহিদাও বাড়ছে। বাংলা নাটক ডট কমের পক্ষে নির্মাল্য রায় বলেন, আমরা সারাবছর এখানকার কাষ্ঠ খোদাই শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁদের নানাভাবে উন্নতির চেষ্টা করে চলেছি। যার অন্যতম অঙ্গই হল কাঠপুতুলের মেলা। এই মেলার মাধ্যমে শিল্পীদের সঙ্গে দেশ বিদেশের উৎসাহী মানুষজনের একটা মেলবন্ধনের সুযোগ ঘটে এবং নতুন নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়।

স্টেশন পরিদর্শনে জিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১০ জানুয়ারী সকাল ১১:১১টা নাগাদ চিনপাই স্টেশন পরিদর্শনে আসেন পূর্বরেলের জেনারেল ম্যানেজার সুনীত শর্মা। তার হাতে পুস্পস্তবক তুলে দেন চিনপাই স্টেশন ম্যানেজার,বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার অমরনাথ পাল। একনং প্ল্যাটফর্মের ফুটওভারব্রীজের সিড়িতে করা কারুকার্যকে 'সুন্দর' বলে অভিহিত করেন জিএম। ফিতে কেটে শিশু উদ্যান এবং ফলের বাগানের উদ্বোধন করেন জিএম। পূর্বরেলের জেনারেল ম্যানেজার সুনীত শর্মার সঙ্গে বৈঠক করেন বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার অমরনাথ পাল। পূর্বরেলের জিএমের কাছে চিনপাই স্টেশনে সিউড়ি – হাওড়া হুল এক্সপ্রেসের স্টপেজের দাবি জানান বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের জিএম। দাবি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন আসানসোল ডিভিশনের ডিআরএম সুমিত সরকার। ১১:৫৪টা নাগাদ দুবরাজপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় পূর্বরেলের জেনারেল ম্যানেজার সুনীত শর্মা,আসানসোল ডিভিশনের ডিআরএম সুমিত সরকার সহ বিশেষ ট্রেনটি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিলো চোখে পড়ার মতো। সাধারন মানুষজনের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যনীয়। ৮ জানুয়ারী দুপুরে চিনপাই স্টেশন পরিদর্শনে আসেন আসানসোল ডিভিশনের এডিআরএম আরকে বানোয়াল।

দুর্ঘটনায় মৃত মা শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৯ জানুয়ারী দুপুরে ষাটনং জাতীয় সড়কে সোতশাল ও কালিতলা বাসস্ট্যান্ডের মাঝে দুটি মোটরবাইকে ধাক্কার পর লরি পিষে দিলে মারা যায় শিশু মিরাজুল শেখ এবং মা তাজমিনা বিবি। জখম তিনজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্যান্টোগ্রাফি ভেঙে দুভোর্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার সাঁইথিয়া ময়ূরাক্ষী ব্রীজের উপর ডাউন লাইনে একটি মালগাড়ি বিকল হয়ে আড়াইঘন্টা ব্যাহত হলো ট্রেন চলাচল। ১১ই জানুয়ারী সকাল ৯:৫০টা পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় রাজগ্রাম রেলগেট ভেঙ্গে যানজটের সৃষ্টি হয়। ৯ই জানুয়ারী সকাল ১১:৫৩টা থেকে সাঁইথিয়া স্টেশনে প্যান্টোগ্রাফি ভেঙে ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। তিনঘন্টা পর স্বাভাবিক হয় ট্রেন পরিষেবা।

হুল এক্সপ্রেসের স্টপেজের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১০ জানুয়ারী সকালে চিনপাই স্টেশন পরিদর্শনে এসে পূর্বরেলের জেনারেল ম্যানেজার সুনীত শর্মার সঙ্গে বৈঠক করেন বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার অমরনাথ পাল। পূর্বরেলের জিএমের কাছে চিনপাই স্টেশনে সিউড়ি – হাওড়া হুল এক্সপ্রেসের স্টপেজের দাবি জানান বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের জিএম। আসানসোল ডিভিশনের ডিআরএমের কাছে পূর্বরেলের জেনারেল ম্যানেজার সুনীত শর্মা জানতে চান, চিনপাই স্টেশন থেকে কোন নিকটবর্তী স্টেশনে এক্সপ্রেস ট্রেন কী দাঁড়ায় ? সিউড়ি উত্তর শুনে চিনপাই থেকে সিউড়ি স্টেশনের দূরত্ব জানতে চান পূর্বরেলের জিএম। চিনপাই স্টেশনে হুল এক্সপ্রেসের দাবি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন আসানসোল ডিভিশনের ডিআরএম সুমিত সরকার। পূর্বরেলের জেনারেল ম্যানেজার সুনীত শর্মার সঙ্গে বৈঠক করতে পেরে খুশি বলে জানান বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার অমরনাথ পাল।

এনআরসি বিরোধী হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৫ই জানুয়ারী রামপুরহাটে জনসভায় 'এনআরসি বা সিএএ–র ফর্ম ফিলাপ সাইবার ক্যাফ করলে কম্পিউটার ভেঙে দেবো' বলে হুঁশিয়ারি দেন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল। মঙ্গলবার অনুব্রত মন্ডলের হাতে এগারো কেজির রুপোর ছাতা তুলে দেন জেলাপরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কেরিম খান। ৩রা জানুয়ারী নলহাটি হরিপ্রসাদ উচ্চবিদ্যালয় মাঠের জনসভা থেকে 'এনআরসি বা সিএএ–র সার্ভে করতে এলে সরকারি কর্মীকে বাড়ি ছাড়া করার' হুশিঁয়ারি দেন অনুব্রত মন্ডল। 'এনআরসি,ক্যাব,এনআরপি মানছি না,মানবো না' – এই স্লোগান দিয়ে ২৬ ডিসেম্বর গোপালপুর থেকে সন্তোষপুর পর্যন্ত মিছিল হয়। মিছিল শেষে সন্তোষপুর বিদ্যালয় মাঠে বক্তব্য রাখেন শিলচর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা গোপালপুরের বাসিন্দা রুহুল আমিন।

সন্তানসহ আত্মঘাতী বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্ত্রী অন্যপুরুষের সঙ্গে চলে গিয়েছে – এই অপমানে ছেলে এবং মেয়েকে বিষ খাওয়ানোর পর নিজে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলো বাবা সোম মারান্ডি। তিনজনের মৃতদেহ কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের ভালুকা কাদঁরের কাছে থেকে উদ্ধার হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে শুরু হল ঢালাই রাস্তার কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: মঙ্গলবার রাতে মাতলা ১,২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে শুরু হল ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন কংক্রিট ঢালাই রাস্তার কাজ। এই কংক্রিট ঢালাই রাস্তার সূচনা করেন ক্যানিং মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হরেন ঘড়ুই। এছাড়াও এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাতলা ২ পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস,ক্যানিং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পরেশ রাম দাস,জেলাপরিষদ সদস্য তপন সাহা,সুশীল সরদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

উল্লেখ্য, রেল দফতর নো–অবজেকশন দিতেই ব্লক–জেলা প্রশাসন ও মাতলা ১,২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে শুরু হল ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন যাতায়াতের কংক্রিট ঢালাই রাস্তার কাজ। সুন্দরবনের সিংহদুয়ার নামে খ্যাত ব্রিটিশ আমলের এই ক্যানিং ষ্টেশন। এই ষ্টেশন দিয়ে ১৯৩২ সালে ২৯ ডিসেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর হ্যামিলটন সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে রেলপথে করে প্রথমে ক্যানিং ষ্টেশনে এ পদার্পণ করেন পরে স্টিমার যোগে মাতলা নদী দিয়ে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা দ্বীপে গিয়েছিলেন।

সেগুলি আজ ইতিহাস। কালক্রমে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার সমস্ত ষ্টেশনে আধুনিকতার ছোঁয়া পড়লেও তিমিরে রয়ে গেছে সুন্দরবনের সিংহদুয়ার নামে খ্যাত ঐতিহাসিক ক্যানিং ষ্টেশন। বৃষ্টি হলেই প্রতিদিনই এই ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন যাতায়াতের রোডে হাঁটু সমান জল জমে যায়।

সাধারণ নিত্যযাত্রীরা পড়তেন চরম বিপাকে। নেই কোনও সুরাহা। অগত্যা সেই হাঁটু সমান কাদাজল

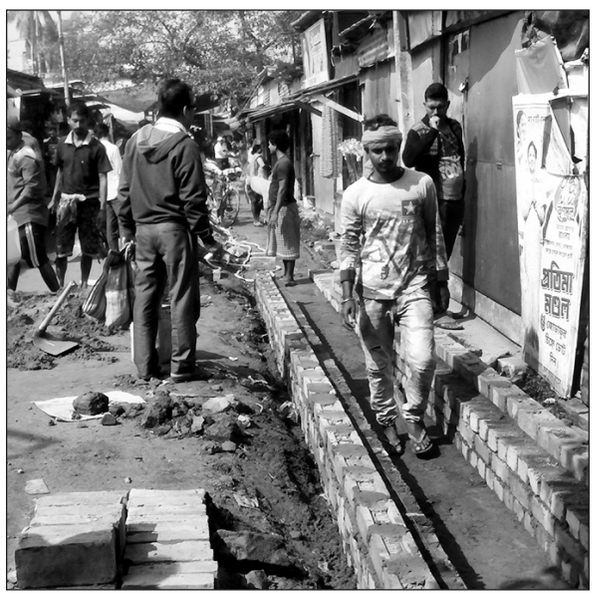

মাড়িয়ে রাস্তা পারাপার হতে গিয়ে জমা জলে পড়ে গিয়ে প্রায়ই জখম সাধারণ মানুষ জন থেকে মহিলা,শিশুরা।

আর এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতির জন্য দীর্ঘপ্রায় দুবছর ধরে ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন এই রাস্তার জন্য ব্লক থেকে জেলা প্রশাসনিক স্তরে ব্যাপক দৌড় ঝাঁপ করেন ক্যানিংয়ের বিডিও নীলাদ্রী শেখর দে।

আর সেই মহামারী সমস্যা থেকে নিত্য জনসাধারণ যাত্রীদের কে মুক্তি দিতে মঙ্গলবার শুরু হল নতুন কংক্রিট ঢালাই রাস্তার কাজ।এই ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন রাস্তার নরক যন্ত্রণা নিয়ে জয়নগর কেন্দ্রে সাংসদ গত ২৪ আগষ্ট ডিআরএম কে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠি পাওয়ার পর নড়েচড়ে বসে রেলদফতর। গত ৭ সেপ্টেম্বর রেলের এক আধিকারিক ক্যানিং ষ্টেশনে গিয়ে রাস্তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন স্থানীয় মাতলা ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হরেন ঘোড়ুই উত্তম দাস সহ অন্যান্যদের সাথে।

আলোচনায় উঠে আসে কে রাস্তা তৈরি করবে?রেল দফতর না গ্রাম পঞ্চায়েত?

এ বিষয় নিয়ে রেল দফতর কিছুটা সময় নিয়ে ছিল রাস্তার তৈরির ব্যাপারে। পরে অবশ্য রেল দফতর ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন রাস্তা তৈরি করবে না বলে গত ১৬ অক্টোবর মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত ও ক্যানিং ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি কে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়।

মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের(MGNREGS)অধীনে ষ্টেশন সংলগ্ন চারটি রাস্তা মিলিয়ে মোট ১ কিলোমিটার রাস্তা কংক্রিট ঢালাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে।আর এই প্রকল্পের জন্য খরচ হবে প্রায় ৫৩ লক্ষ টাকা।

বজবজে বিবেক চেতনা উৎসব ২০২০

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে এবং বজবজ ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় বজবজ ১ নম্বর উন্নয়ন ব্লকের বিবেক চেতনা উৎসব ২০২০, ১২ জানুয়ারি রবিবার যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল। চিংড়িপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ রাজারামপুর বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিনে জেলার পূর্ত ও পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ শ্রীমন্ত বৈদ্য, বজবজ–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিয়া হাজরা, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সোমনাথ দাস, সুদীপ হাজরা, সহ সভাপতি নিত্যানন্দ বর্মন, চিংড়িপোতা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রীনা ঘোষ, উৎসব কমিটির সম্পাদক ও আহ্বায়ক ব্লক যুব আধিকারিক রাজন্যা সেন সহ আশুতি রামকৃষ্ণ আশ্রমের সভাপতি কাশিকানন্দজী মহারাজ, বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি সৌমিত্র খাঁড়া ও প্রধান শিক্ষক পরিতোষ বিশ্বাস এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিতোষ বিশ্বাস এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রভাতফেরী, সঙ্গীতানুষ্ঠান, আবৃত্তি, প্রশ্নোত্তর, অঙ্কন, বিতর্কমূলক আলোচনা, যোগাসন, নৃত্যানুষ্ঠান ইত্যাদি নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে দিনটি উৎযাপিত হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বিবেক চেতনা উৎসবকে আরও প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

বিস্ফোরণের নেপথ্যের কারণ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

সমাজ বিরোধীদের আখড়া হয়ে উঠেছিল। রাজ্যে সরকারের পরিবর্তন ঘটায় তা অনেক নিয়ন্ত্রিত। স্থানীয় একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাংবাদিক ধৃতরাষ্ট্র দত্ত বলেন, 'আমাদের প্রাথমিক একটি তদন্তে এখানে শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষের বোমার বরাত ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। না হলে সেদিন যে এতবড় একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। যাতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় কারখানাটির মালিককে গ্রেফতার করা ছাড়া এখনও পর্যন্ত কারও নামে পুলিশ মামলা রুজু করল না কেন? এ প্রশ্নও দেখা দিয়েছে স্থানীয় মহলে?' সিপিআই (এম)–এর উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির সদস্য এবং হাবড়া ও অশোকনগর লোকাল কমিটির সভাপতি অনুপ বিশ্বাস বলেন, 'এই ধরনের এতবড় একটা বিস্ফোরণ তো পরিকল্পনা ছাড়া এমনই এমনই হয় না। এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও মামলাও রুজু হয়নি। কারণ মুখ্যমন্ত্রী তো বারাসতের কাছারি ময়দানে যাত্রামঞ্চ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন। এ তো সেই 'ঠাকুর ঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি'র মত অবস্থা! সবচেয়ে বড়ো কথা, যারা সরকারে আছে তাদের সহযোগিতা ছাড়া এত বড়ো নেটওয়ার্ক চলে কি করে! প্রশ্নটাতো এখানে। এ নিয়ে বিরোধীরা জোরালো প্রতিবাদ সংগঠিত না করলে প্রশাসন উদ্যোগী হবে না। আর আমরা অর্থাৎ বামপন্থীরা তো এখন সেই জায়গায় নেই।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উত্তর চব্বিশ পরগণার দত্তপুকুরে থানাধীন নীলগঞ্জেও এরকম বাজির কারখানা আছে। যার মধ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রায় ৬০টি, আর অনুমোদনহীন প্রায় শ'খানেক। পুলিশের মতে এগুলির কোনওটিই কারখানা নয়, এগুলিকে আসলে আড়ত বলা চলে। কারণ এরা অন্য জায়গা থেকে বাজি এনে বিক্রি করে। গত বছর নীলগঞ্জে একটি ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর এগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে এখানে ২টি বাজির কারখানা ছিল লাইসেন্সপ্রাপ্ত। তারা পুনর্নবীকররণ না করায় কারখানা দুটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

পূর্বভারতকে জোরদার করতে পূর্বোদয়

প্রথম পাতার পর

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এই দিকেরই যিনি ভারতকে পথ দেখিয়েছেন। একটা সময় ছিল যখন কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী। দেশের উন্নতিও ছিল তখন অনেকটাই। তিনি আরও বলেন প্রধানমন্ত্রী চিনে গিয়ে বলেছিলেন ভারত থেকে চাল নেওয়ার জন্য। কারণ এই চাল সব থেকে বেশি ফলন হয় এই পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতেই। তিনি রাজ্য সরকারকে আহ্বান করেন যাতে একসাথে কাজ করা যায়। কারণ একসাথে কাজ করলে এগিয়ে যাবে সারা দেশ।

জন্মনিল ৪০ জন শিশু

প্রথম পাতার পর

তবে মোবাইলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা ছিল, নেটেরও সমস্যা ছিল। মুড়ি গঙ্গার পলি পুরো দস্তুর ভিলেন না হলেও মাঝে মাঝে বিশেষ করে ভাঁটার সময় সমস্যা হয়েছে। তবে ভীন রাজ্যের তীর্থযাত্রীরা মেলার আয়োজনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বিহারের বাসিন্দা প্রবীন আগরওয়াল জানালেন, 'হর সাল গঙ্গাসাগরমে জরুর আয়ুঙ্গা'।

দাদু দিদার সাথে রোজগার করে ছোট্ট বিশাখা

প্রথম পাতার পর

প্রথমে এক ভালো কেজি স্কুলে ভর্তি হলেও পরিবারের অভাব অনটনের কারণে পরে পরারই প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয় বিশাখা। সারাটা বছর এই ভাবেই বিভিন্ন মেলা পার্বণ এ দাদু দিদার সাথে কখনো কৃষ্ণ কখনোবা রাধা আবার কখনোবা গোপালী সেজে ঘুরে বেড়ায় বিশাখা। দাদু গৌড় হরি ভূঁইয়া জানান এই ভাবেই কোনোক্রমে ভিক্ষা করে আমাদের সংসার চলে। সারাবছর কখনো যাত্রাদলে আবার কখনোবা বিভিন্ন মেলায় এইভাবে সঙ সেজে ঘুরে বেরিয়ে যতটা ইনকাম হয় তা দিয়ে কোন রকমে সংসার চলে তবে আগামী দিনে সরকারি কোন সাহায্য মেলে তাতে পরিবারটা হয়তো একটু হলেও বাঁচার প্রাণ ফিরে পাবে। হয়তো বছরের বিশাখা বোঝেনা সংসারের দায়িত্ব কি বোঝেনা কোন অভাব অনটন কিন্তু এখন সেই হয়তো এই ছোট্ট বয়সেই অনেক বড় দায়িত্ব তুলে নিয়েছে সংসারের।

পুরাতন জিনিস বিক্রি

তিনটি পুরাতন কম্পিউটার বিক্রি করা হবে

আগ্রহীরা সত্তর যোগাযোগ করুন

যোগাযোগের ঠিকানা

WORLD VISION INDIA

Basanti AP, Radhaballavpur,Pin - 743312, W.B.

Contact - 7033973304 / 9733903899

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DIRECTORATE OF FORESTS
OFFICE OF THE DIVISIONAL FOREST OFFICER
24 PARGANAS (SOUTH) DIVISION
Tele & Fax : **91(033) 2479 9032**
Email : dfo**24**pgssfd.wb@gov.in

Bonafied Contractors eligible for participating are requested to visit the Office of the undersigned regarding Tender Notice Nos.

1. 59/Jharkhali Beautification/2019–20 regarding Landscaping and Beautification at Jharkhali under 24 Parganas (South) Division.

2. 60/Flower Bed/2019–20 regarding making Flower Bed at Jharkhali under Matla Range under 24 Parganas (South) Division.

Sd/–
Divisional Forest Officer
24 Parganas (South) Division

১৮/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/১৭.০১.২০২০

Govt. of West Bengal
Food & Supplies Department
Office of the Sub Divisional Controller (F&S), Canning
Vill – Amraberia, P.O. – Dhalirbati, P. S. Canning, South **24** Parganas,
Pin–**743326**
Phone No. **03218–255 617**, E–Mail ID :

CORRIGENDUM

The place of new vacancy of FPS dealership at Between Kiranmaypur and Bininchibari under Nafarganj G. P., P. S.– Basanti, District – South 24 Parganas, notified under Memo No. 425/SC/FC/CAN/19 dt. 10.07.2019 of SCF&S, Canning should be read as "Between Hiranmaypur and Birinchibari under Nafarganj G.P., P.S.– Basanti, District – South 24 Parganas". Last date for submission of application for this FPS vacancy is extended upto 17.02.2020 upto 4.00 PM

Sd/–
SUB DIVISIONAL CONTROLLER (F & S)
CANNING, SOUTH **24** PARGANAS

১৮৫/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/১৭.০১.২০২০

Alipur Barta: 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 14, 18 January - 24 January, 2020

মহানগরে

ওল্ড মিন্টে'র গাছ নিয়ে বিপাকে মীনাদেবী

বরুণ মণ্ডল: উত্তর কলকাতার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি তথা পুর বিজেপি নেত্রী মীনাদেবী পুরোহিতের বক্তব্য, আমার ওয়ার্ডস্থিত বিবেকানন্দ ব্রিজের ওপর দিকের রেলিং–এ ছোটো বড়ো আগাছা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ঝোপঝাড় করে থাকায় মশার প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে? আবার 'ওল্ড মিন্ট কমপ্লেক্সে'র গাছ বড়ো হয়ে পুরো বাউন্ডারি দেওয়াল ছেয়ে গেছে, ভেঙে পড়লে পাঁচিলের নীচে ঝুপড়িতে বসবাসকারী মানুষজন মারা যাবে? উত্তরে পুর গার্ডেন–আর্বান ফরেস্ট্রি দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, 'বিবেকানন্দ ব্রিজের বিষয়টি আমাদের এক্তিয়ারে পড়ে না। আমরা রাজ্যের পূর্ত দফতরকে বিষয়টি চিঠি দিয়ে জানিয়েছি। আর 'ওল্ড মিন্ট'ও কলকাতা পুরসংস্থার এক্তিয়ারে পড়ে না। ওটা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ একটি সংস্থা। মীনাদেবীর অনুসারী প্রশ্ন কে কে টেগর স্ট্রিটের গাছ বড়ো হয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেছে। আর সি আই টি পার্কের গাছগুলি এমনভাবে হেলে গেছে যে ঝড় হলে গাছ ভেঙে পড়তে পারে। দেবাশিসবাবু উত্তরে বলেন, ইতিমধ্যেই ওই সমস্ত গাছপালা 'ট্রিমিং' হয়ে গিয়েছে। আমি মহানাগরিকের নির্দেশানুযায়ী একবার পরিদর্শনে যাবো।

এবার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বিতরণ কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার 'সামাজিক সুরক্ষা দফতরে'র অধীনে 'স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে'র বিতরণ কলকাতার ১–১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে শুরু হয়েছে। পুর বিজেপি নেত্রী প্রাক্তন উপ–মহানাগরিক মীনাদেবী পুরোহিত বলেন, আমার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরবাসীদের এই কার্ড বানানোর কাজ করা হয়েছে? কীভাবে হয়েছে? কোথায় হয়েছে? কোন এজেন্সি কাজটা করেছে, আমি কিছুই জানি না কেন?

আমি নিত্য সারা ওয়ার্ড পরিদর্শনে বের হই। একটি ওয়ার্ডে নির্ধারিত পুরপ্রতিনিধি ছাড়া অন্য কোনও ভাবে কাজ করার 'পারমিশন' কোথা থেকে দেওয়া হল? উত্তরে মহানাগরিক জনাব ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে'র বিষয়টি 'সোশ্যাল সেক্টরে'র অধীনে উপভোক্তাদের নাম সংগ্রহ করা হয়েছিল। এবং এই 'স্বাস্থ্যসাথী কার্ড'টি মূলত 'কাস্ট সেনস্যাস বেসিসে' করা হয়েছিল। এটাও 'এস ডব্লু এম' ও 'ইউ পি এ' দফতরের মাধ্যমে বরো প্রবন্ধকের কাছে পাঠানো হয়েছিল। বরো প্রবন্ধকই বরো অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষার সঙ্গে আলোচনা করে এই 'স্বাস্থ্যসাথী কার্ড' বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিতরণ করার প্রয়াস করেছে। এই কার্ড কাকে দেওয়া হবে বা না দেওয়া হবে, তা 'থার্ড পার্টি' (টি পি) 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটর'রা নির্ধারণ করে থাকে। বরো অধ্যক্ষদের এ বিষয়ে অবগত করা হয়েছে। এবং বরো অফিস থেকে 'বায়ো মেট্রিক' নির্ধারণের দ্বারা এই কার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং পুরো বিষয়টাই বরো অধ্যক্ষদের ভাবনাচিন্তার মধ্যে পড়ে।

বাজেট পেশের তোড়জোড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফেব্রুয়ারি পড়লেই দেশের বাজেট পেশের মহা তোড়জোড় শুরু হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই বাজেট নিয়ে সকলেরই উৎসুকতা বাড়ছে নতুন কি পাবে সেই ভেবে। বাজেট পেশের পর দেশের কিছু সংখ্যক মানুষের সুবিধা আবার কিছু জনের অসুবিধারও কারণ হবে।

১৬ জানুয়ারি ২০২০ কলকাতায় অর্থ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বিভিন্ন বণিক সভার সঙ্গে আলাপচারিতা করেন এবং জানতে চান কি কি বিষয়ে ওপর আরও নজর দেওয়া প্রয়োজন এই বাজেটের। বণিক সভার মধ্যে ছিল ভারত চেম্বার অফ কমার্স, ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্স, মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, অ্যাসোসিয়েশন অফ কর্পোরেট অ্যাডভাইজার অ্যান্ড এক্সকিউটিভ, ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস প্রফেশনালস অ্যাসোসিয়েশন। বণিক সভার সকল সদস্যরাই বিশেষ আলোকপাত করেন মন্ত্রীর সামনে যাতে এই বাজেটে সেই বিষয়গুলি গুরুত্ব পেতে পারে। সে বিষয়গুলির মধ্যে হলো তাঁরা বলেন, দেশের অগ্রগতি হবে যখন যুবসমাজ চাকরিতে নিয়োগ হবে কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন শিল্প। এই শিল্পের কিছু নীতি আরও সরলীকরণের জন্য প্রস্তাব ওঠে। বাড়ি শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের রেরা নামক এক নীতি রয়েছে। আবার কেন্দ্রেরও ওই নীতি আরোপ হয় তাদের ওপর। দাবি ওঠে পশ্চিমবাংলাকে ওই নীতি থেকে বাদ দেওয়া যায়। এছাড়াও আরও যে ব্যাপারে নজরের জন্য দাবি ওঠে সেগুলি হলো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচার দীর্ঘ মেয়াদী হয়ে উঠছে তাই সেক্ষেত্রে শিল্পের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। জিএসটির কিছু নীতি নিয়েও বিবেচনা এবং সেটির ফেরতের যে নীতি রয়েছে সেটি আরও সরলীকরণ করার সওয়াল ওঠে। কিছু এনআরআই–এর বলেন যারা বিদেশ থেকে দেশে আসবার জন্য মনস্থির করেছেন এবং দেশের জন্য কাজ করার ভাবনা ভেবেছেন এবং দেশে নিজস্ব কোম্পানি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নিচ্ছেন তাঁদের জন্য সরকার যদি কোনও সাহায্যের নীতি তৈরি করে তাহলে ভালো হয়। সব থেকে বেশি যে দাবি ওঠে সেটি হলো কর মাফিয়া বন্ধ করার। যারা সুষ্ঠুভাবে কর দিতে ইচ্ছুক তারা এক্ষেত্রে পিছিয়ে যাচ্ছে।

এরপর মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেন, করদাতারাই দেশের ভবিষ্যৎ। তাই যারা কর দিচ্ছেন তাদের আমি কুর্নিশ জানাই, কিন্তু যারা দিচ্ছেন না তাদের কোনও ক্ষমা নেই এবং তিনি অনুরোধ করেন কর ঠিকভাবে দেওয়ার জন্য। এবং কর সংগ্রহ আগের থেকে অনেকটাই বেড়েছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগে জিএসটি ফেরত পেতে সময় লাগত কিন্তু এখন ৩০ দিনের মধ্যেই তা ফেরত হচ্ছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমসিসিআইয়ের সভাপতি বিবেক গুপ্তা, এমসিসির প্রেসিডেন্ট রমেশ কুমার সারাওগি, সিসিসির সভাপতি মহাদেব সুরেখা, এসিএইর সভাপতি জিতেন্দ্র লোহিয়া, ডিটিপিএর সভাপতি নরেন্দ্রকুমার গোয়েল।

পুর কন্ট্রোলের নম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার এসপ্ল্যানেটস্থিত প্রধান কার্যালয়ের 'কন্ট্রোল রুমে' থাকা পূর্বের তিনটি 'বিএসএনএল'–র ল্যান্ড নম্বরের সঙ্গে ওই সংস্থার আরও দু'টি ল্যান্ড নম্বর পুর কন্ট্রোল রুমে যুক্ত হল। পূর্বের ২২৮৬–১২১২, ১৩১৩ ও ১৪১৪ নম্বর তিনটির সঙ্গে নতুন নম্বর দু'টি হল ২২৫২–০০৩১ ও ০৪২৩। 'এক্সটেনশন নম্বর' ইন্টারকম নম্বর' ও 'ফ্যাক্স নম্বর' পূর্বে যা ছিল তাই রয়েছে।

পুর ওয়ার্ড সংরক্ষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধুরন্ধর প্রশাসনিক দক্ষতায় ২০২০–র অষ্টম পুরবোর্ড গঠনের নির্বাচনের (ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯৮০) মহিলা ও তফসিলি জাতি সংরক্ষিত পুর ওয়ার্ড নির্বাচনের এক বিশেষ ধরনের 'রোস্টার' তৈরি হয়েছে। গত ২০১৫–র সপ্তম পুরবোর্ড গঠনের নির্বাচনে 'রোস্টার'টি ছিল ২, ৫, ৮ ক্রম অনুসারে। আর এবার হল ৩, ৬, ৯ ক্রম অনুসারে। এই নিয়মের ফাঁদেই ২০১৫–র মতো এবার খুব একটা তারকা প্রার্থীর কলকাতা পুরভোটে দাঁড়ানো অনিশ্চিত হবে না। ১–৩২ এই প্রথম ৩২টি ওয়ার্ডে রাজ্যসভার সাংসদ ডা. শান্তনু সেন বাদে অন্য কোনও পুর প্রতিনিধির ওয়ার্ড সংরক্ষণের চিন্তায় রক্তচাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এবার তফসিলি মহিলা সংরক্ষিত ওয়ার্ড হচ্ছে ৩৩,৭৮ এবং সরনুনার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ড।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পোর্ট ট্রাস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের নামকরণ করা হল। তিনি বলেন, বাংলার ছেলে ডঃ মুখোপাধ্যায় দেশের শিল্পায়নের ভিত গড়ে ছিলেন। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা, হিন্দুস্তান এয়ারক্র্যাফট কারখানা, সিন্ধ্রি সার কারখানা এবং দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের মতো উন্নয়নমূলক প্রকল্পে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আমি এই প্রসঙ্গে বাবাসাহেব আম্বেদকরকে স্মরণ করি। ডঃ মুখোপাধ্যায় ও বাবাসাহেব স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষ গঠনে নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। কেওপিটি–র অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য উদ্যোগ কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের অবসরপ্রাপ্ত ও বর্তমান কর্মীদের অবসরকালীন ভাতার তহবিলের ঘাটতি পূরণে নরেন্দ্র

মোদী চূড়ান্ত ইন্সটলমেন্টের ৫০১কোটি টাকার চেক প্রদান করেন। তিনি কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের দুই প্রবীণতম কর্মী নাগিনা ভগ (বয়স ১০৫ বছর) ও নরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীকে (বয়স ১০০ বছর) সম্বর্ধনা জানান।

প্রধানমন্ত্রী সুন্দরবনের উপজাতি ছাত্রীদের জন্য কৌশল বিকাশ কেন্দ্র ও প্রীতিলতা ছাত্র আবাসের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও দলিত সহ পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের উন্নয়নে কেন্দ্র সব রকমের উদ্যোগ নিয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়ুষ্মান ভারত যোজনা ও পি এম কিষাণ সম্মান নিধি–র অনুমোদন দিলেই রাজ্যের জনগণ এই দুটি প্রকল্পের সুবিধে পাবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী, নেতাজি সুভাষ ড্রাই ডকটির আধুনিকীকরণের পর কোচিন – কলকাতা জাহাজ মেরামত ইউনিটটির উদ্বোধন করেন। কেওপিটি–তে পণ্য পরিবহণে গতি আনতে এবং সময় বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রী ফুল রেক হ্যান্ডলিং ফেসিলিটি'রও উদ্বোধন করেন ও কলকাতা ডক – এ আধুনিক রেল পরিকাঠামোটি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। তিনি কেওপিটি–র হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সে ৩ নম্বর বার্থে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পণ্য পরিবহণের এবং নদী তীরের উন্নয়ন কর্মসূচিরও সূচনা করেন।

বিদায় অরুণ–দা

সুকুমার মণ্ডল: দুপুর বারোটা নাগাদ ফোনে দুঃসংবাদটা পেলাম। আমাদের অতি আপনজন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ছেড়ে অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন। বিগত বছর দেড়েক যাবত গৃহবন্দী মানুষটিকে মুক্ত করে দিল ঈশ্বরের অদৃশ্য হাত। অরুণ ব্যানার্জী পোষাকী নামের পিছনে যে মানুষটি বহুদিন অরুণ–দা, অরুণ–জ্যেঠু এমন কি ম্যাজিক–দাদু নামে পরিচিত ছিলেন। সদাহাস্যমুখ মানুষটি ছিলেন অতি–সচল। বিশেষতঃ কলকাতা ও আশেপাশের লিটল ম্যাগাজিনগুলির সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল পরমাত্মীয়ের মত। অসংখ্য লেখক/কবি/সম্পাদকের সঙ্গে তাঁর ছিল নিত্য যোগাযোগ। আর সেই সূত্রে বাগবাজার থেকে গড়িয়া কিংবা হাওড়া থেকে বেহালা ক্রমাগত চরকির মত ঘুরে বেড়াতেন এই সাদামাটা চেহারার মানুষটি। পৃথিবী–বিখ্যাত জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)–এর সাথে তাঁর ছিল দীর্ঘ দিনের সখ্যতা। মাত্রই কয়েক বছর আগে পি সি সরকার জুনিয়রের আগ্রহে জাদু–পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। শুরুর সময় থেকেই সেটির সম্পাদনার দায়ীত্ব সামলেছেন অরুণ–দা।

এই প্রতিবেদকের সঙ্গে অরুণ–দার যোগাযোগ নব্বই–এর দশকের গোড়ার দিকে। আলাপী মানুষটি মাত্র কয়েকটি সাক্ষাতেই কাছে টেনে নিয়েছিলেন। মনে হল কত দিনের চেনা ! আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন সামালী–র নিখিলবঙ্গ কল্যান সমিতিতে, পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আরও এক সুঠাম, দীর্ঘদেহী তেজোদীপ্ত বাঙালী চরিত্র প্রয়াত তরুণ গুহ–র সাথে। পরে দেখেছিলাম, এভাবে একের থেকে বহু সংস্পর্শে নিয়ে আসার কাজটিতে অত্যন্ত সাবলীল ছিলেন অরুণ–দা। ওঁর স্নেহ প্রশ্রয়ে অনেক লেখক লুকানো ডায়েরী থেকে লেখা বের করে ছাপার জন্য এগিয়ে দিয়েছেন। এবং পরবর্তীকালে তাঁরা নিয়মিত লেখার মধ্যে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। অরুণ–দা নিজে লিখতেন কম। মূলতঃ আলিপুর বার্তার জন্য সংবাদের খসড়া করে দিতেন। কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট লেখা ওঁর কবিতা, ছড়া বা অণু গল্প আমাদের আশ্চর্য করে দিত। চলমান জীবনের নানা ছবি ধরা পড়েছে ওঁর লেখায়। লিটল ম্যাগাজিন মহলে অরুণ–দার অভাব বড় বেশী করে অনুভূত হবে।

কেবল আলিপুর বার্তাই নয়, দক্ষিণ কলকাতা, হাওড়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বহু পত্র–পত্রিকার সাথে অরুণ–দার নাড়ীর যোগ ছিল। গত কয়েক বছরের অসুস্থতা ওনাকে বড়ো বেশী স্থাণু করে দিয়েছিল। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু পূর্বেকার সচল জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে পারছিলেন না। হয়তো সেই কারণে কিছুটা হতাশায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন। ঠিক এমনই এক সময়ে ঘটল যবনিকা পতন। মৃত্যু অমোঘ, একথা সবাই জানি, তবু জীবনের পথে সবাইকে চলতে হয়। আগামী দিনেও আমাদের স্মৃতির সরণীতে অরুণদার সঙ্গে কাটানো বহু সাহিত্য–আসরের নানান মুহূর্তের কথার আনাগোনা চলতেই থাকবে।

বনার্জি

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়: বহুদিন আগের কথা। বোধহয় ১৯৭৪ কি ১৯৭৫ হবে, মাসটা ছিল জানুয়ারি। তখনও এখনকার মত মাঙ্গলিকীর পরিচালনায় সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত। সেবার প্রতিযোগিতার স্থান হিসাবে আলিপুর মাল্টিপার্পাস গার্লস্কুলের প্রাঙ্গন নির্বাচিত হয়েছিল। একসঙ্গে অনেকগুলো প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হত। কোথাও হয়তো আবৃত্তি, কোথাও বা নাচ, কোথাও বা ভজন বা লোকগীতি । রোদে পিঠ দিয়ে সবাই সে সব উপভোগ করতেন। কেউ হয়তো ব্যবস্থাপনায়, কেউ বিচারকের ভূমিকায়। প্রতিটি প্রতিযোগীর সঙ্গে একাধিক ব্যক্তি মা, বাবা, বোন, দাদা, মামা, মাসি বা পিসি। বেশ একটা মিলন মেলার মত পরিবেশ।

আলিপুরবার্তার প্রাণপুরুষ তরুণ গুহ ওখানে উপস্থিত বিভিন্ন সভ্য, কর্মী ও অতিথির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। একজনের কথা বলতে গিয়ে বললেন, ইনি অরুণ ব্যানার্জি একজন ম্যাজিশিয়ান, লেখক এবং সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে অতি সজ্জন এক ব্যক্তি।

তরুণ বাবুর কথা শুনতে শুনতে আমার স্মৃতি আরও কয়েক বছর পিছিয়ে গেল। জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত একমাত্র সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম Abracadabra, এটি লন্ডন থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হত। লন্ডনে থাকাকালীন এটা আমি নিয়মিত সংগ্রহ করতাম। এই আব্রাকাডাব্রা পত্রিকাতে এক বাঙালি নিয়মিত লিখতেন, তার নাম Arun Bonerjee, আমি অবাক বিস্ময়ে ওনার কথা ভাবতাম, আচ্ছা উনি কোথায় থাকেন, কী করেন প্রভৃতি প্রশ্ন মনে জমেছিল। তরুণ বাবুর ভাষ্য শুনে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম ইনিই সেই ব্যক্তি। আমি অরুণ ব্যানার্জিকে সরাসরি বললাম, আমি যদি ভুল না করে থাকি আপনিই তাহলে Abracadabra–র সেই 'অরুণ বনার্জি'। আপনাকে আমি বহুদিন ধরে খুঁজছি।

উনি এতটাই বিস্মিত ও খুশি হয়েছিলেন যে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এর পর থেকে আমাদের দুজনের মধ্যে নিয়মিত দেখা হত ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হত। উনি আলিপুর বার্তায় নিয়মিত লিখতেন। সেদিন ওনাকে খুঁজে পেয়েছিলাম আজ আবার তাকে হারিয়ে ফেললাম। তবে এটুকু বিশ্বাস রাখি যে আত্মার বিনাশ নেই। উনি ওনার জীর্ণ ও পুরানো শরীর নিয়ে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাই সেটা পরিত্যাগ করেছেন মাত্র। পুনরায় উনি তার সংস্কার নিয়ে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন এই বিশ্বাস আমি রাখি।

অরুণ অস্ত যায় না

প্রিয়ম গুহ: ১৯৪১ সালের ২৪ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন অরুণ ব্যানার্জী। তারপর বড় হয়ে ওঠা। পাড়ায় তাঁরই এক আত্মীয়ের জাদু প্রদর্শনী দেখে জাদুর প্রতি আসে টান। সটান চলে যান তাঁর কাছে জাদু শিখতে। তিনি হলেন ম্যাজিশিয়ান কে সি। এরপর গুরুর সাথে হাতে খড়ি বিভিন্ন স্টেজ শো, বিশাল বড় বড় ইলিউশন শো সবই করতে থাকেন এবং জাদু জগতে তার এক অমোঘ বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এর সাথে সাথেই সিএসসি কোম্পানিতে চাকরি করছেন কিন্তু জাদু ছিল তাঁর ভালোবাসা।

অন্তরের এক আত্মীয়তা ছিল হোকাস ফোকাস গিলি গিলি বা অ্যাবড়া ক্যা ড্যাবরা এই মন্ত্রগুলির সাথে। শুধু দেশের গণ্ডিতে তিনি আবদ্ধ থাকেন নি। তার জাদু লেখা বা জাদু লেখার মাধ্যমে শেখানো এ বিষয়ে সারা বিশ্বের জাদু জগতে এক অন্যতম ছিলেন অরুণ বোনার্জি। বিশ্বের তাবড় তাবড় প্রথম সারির জাদু ম্যাগাজিন অরুণ ব্যানার্জীর লেখা ছাড়া বেরোতই না। অ্যাবরা বলে এক ম্যাগাজিনের গত কয়েক মাস না লিখতে পারলেও তাঁর পুরানো লেখাগুলিকে রিপ্রিন্ট করতে থাকে।

আসলে অরুণ ব্যানার্জী ছাড়া হয়তো অরবিট বেরোবে তাদের সম্পাদক ভাবতেই পারতেন না। যদিও সেই এই জাদুকর আর পৃথিবীতেই থাকলেন না, মায়ার জগতে বিচরণ করা জাদুকর

পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে এখন অন্য জাদুর জগতে বিচরণ করছেন।

এই অরুণ ব্যানার্জীকে দেখেই আমার জাদুকে ভালোবাসা। তখন অনেক ছোট, মার কাছে পড়তাম, কিন্তু দাদু এলেই ছুটে চলে যেতাম নতুন কোনও ম্যাজিক দেখতে। আর অদ্ভুত ব্যাপার উনিও নতুন নতুন ম্যাজিক নিয়ে আসতেন আমাকে দেখানোর জন্য। সেই থেকেই তাঁর নাম হয়ে গেল আমার কাছে ম্যাজিক দাদু। আমার দাদু তরুণ ভূষণ গুহ এবং আলিপুর বার্তার সূত্রেই তাঁর আমাদের বাড়িতে আসা। তারপর কিছুটা বড় হতে একদিন টিভিতে পি সি সরকার জুনিয়রের তাজমহল ভ্যানিশের ম্যাজিক দেখার পর ম্যাজিকটাকে আরও ভালোবেসে ফেললাম ভাবলাম এই জগতে কি আমিও যেতে পারি না। কেমন করে যেন ম্যাজিক দাদু জানতে পেরে গিয়েছিলেন। বাবাকে দিয়ে আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করালেন আমি জাদু শিখবো কিনা। আমি এক পায়ে খাড়া তারপর একটা ডেটে উনি বললেন আমি ম্যাজিক শেখাতে আসবো তার জন্য চারটে গাডার আর একটা ডায়েরি সঙ্গে করে রেখো।

তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। সেই নির্ধারিত দিনে আমার শুরু হলো জাদু চর্চা অরুণ ব্যানার্জী অর্থাৎ ম্যাজিক দাদু হয়ে উঠলেন আমার জাদু গুরু। আমার হাত ধরে বিভিন্ন স্টেজ শো করানো, তার নিজের শো–এর মধ্যে আমাকে পাঁচ দশ মিনিটের একটা শো করতে দিতেন। জানি না কার আশীর্বাদে বাহবা কুড়াতাম। এরপর আস্তে আস্তে আমিও বড় হলাম আমার জাদু গুরু হয়ে উঠলেন আমার সহ শিল্পী। আসলে মঞ্চে ম্যাজিক দাদু পাশে থাকলে একটা অন্য জোর পেতাম। আর আমাকে বার বার উনি বলতেন আমি চলে গেলে ম্যাজিকটা ছাড়বি না। তোকে করে যেতেই হবে। এবং অনেককেই উনি বলতেন প্রিময় ছাড়া আর শো করতে পারব না। অনেকটা ভরসা দেয় আমাকে। শুনে ভাবতাম আমার ভাগ্যটা কতো ভালো। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে একসাথে গেছি শো করতে রাত্রে সেখানে থেকেছি।

হসপিটালে লেখা এক অপ্রকাশিত কবিতা

আপনজন

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনের আলো নিভে গেলে
'আঁধার' হয় আপনজন
সেই আঁধারে চলতে থাকে
সকাল সন্ধ্যা দিন যাপন।

এক সাথে খাওয়া দাওয়া শো করা ছিল এক অন্য মজা। ইলিউশন অর রিয়েলিটি এবং মাদারি মঞ্চের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন জাদুর পীঠস্থান ইন্দ্রজাল ভবনে। পরিচয় হয়েছিল পি সি সরকার জুনিয়রের সঙ্গে। তারই ভালোবাসা পেয়েছি এই ম্যাজিক দাদুর জন্যই। বিগত কয়েক মাস ধরে যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন আমার সঙ্গে আর শো করতে যেতে পারতেন না। মঞ্চে বেশ ভয়ই লাগতো আমার।

কোথায় যেন একটা জোর কমে গিয়েছিল। কিন্তু যাওয়ার সময় ফোনে উনি আশীর্বাদ করতেন। সেই জোরটা হয়তো পুরোপুরি ফিরে পেতাম না কিন্তু তাও একটা ভরসা থাকতো আমার। তার কথা মতো ম্যাজিক তো করবই আর মঞ্চে মনের জোর সর্বদা আমার সাথে থাকবে কারণ এখন তিনি সব সময় সব কিছুতেই আমার হাত ধরে থাকবেন আমার সাথেই থাকবেন এটাই আমার বিশ্বাস। ১৫ জানুয়ারি তাঁর নশ্বর দেহ হয়তো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু তিনি আছেন থাকবেন জাদু করবেন।

আপনি আছেন

পার্থসারথি গুহ: অরুণ নামের অর্থ সূর্য। ঐতিহ্যশালী পত্রিকা আলিপুর বার্তার সূর্য ছিলেন প্রবীণ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সূর্য অস্ত গেলেন অত্যন্ত পবিত্র একটি দিনে মকরসংক্রান্তি তিথিতে। তবে তাঁর উপস্থিতি থেকে আলিপুর বার্তা পরিবার কোনওদিন বঞ্চিত হবে না এই সাক্ষর অবশ্যই রেখে গিয়েছেন তিনি। জাদুবলেই তাঁর অমর উপস্থিতির জানান দেবেন তিনি। এ বিশ্বাস আছে আমাদের সবার মধ্যে। অরুণের সেই কিরণ ছড়িয়ে থাকবে সযতনে।

ব্যক্তিগতভাবে যখনই এই মহানুভব মানুষটির সংস্পর্শে এসেছি মনে হয়েছে যেন শিশুসুলভ সারল্য উপচে পড়ছে। নিজে শুধু জাদুগিরিতেই আমাদের মোহিত করতেন না, তাঁর লেখার নৈপুণ্যতাও মনের মণিকোঠায় চিরকালীন জায়গা করে নিল।

মাঙ্গলিকী

‘বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান’

গত সংখ্যার পর

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে: ২১ ডিসেম্বর ৩টায় অভিনীত হলো ব্যান্ডেল আরোহী প্রযোজিত অমিতাভ চক্রবর্তী রচিত এবং রঞ্জন রায় নির্দেশিত নাটক ‘রাত কত হল’। ছোট ভাই অর্জুনের মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় বিয়ের কার্ড নিয়ে অর্জুন দাদা সুকুমারের কাছে আসে। বারবার মৃত্যু এবং মায়ের মৃত্যু সুকুমারকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয় সংসারের চাপ কাঁধে চলে আসে। এহেন সুকুমার সারাটা জীবন দিয়ে অর্জুনকে রক্ষা করে এসেছে। অর্জুন বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা কিন্তু বর্তমানে ওরা আমরা এই চক্করে পড়ে যায়। তাই অর্জুনের হাতে কোনও কাজ নেই। তবুও অর্জুন কম্প্রমাইজ করে না। এহেন অর্জুন আসে তার চেয়ে অনেক বড় দাদার কাছে, কন্যা রিয়াকে সম্প্রদান করার অনুরোধ জানায়। সারা রাতধরে চলে দুই ভাইয়ের সাংসারিক কিছু ভুল বোঝাবুঝির কাঁটাছেঁড়া। একটা নস্টালজিক পরিস্থিতি তৈরি হয়। দাদাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় তার রাজারহাটের নতুন ফ্ল্যাটে। স্ক্রিপ্টের কিছু দুর্বলতা আছে। সংলাপ এক সূত্রে গাঁথা নেই, মাঝে মাঝে খেই ধরা যাচ্ছিল না। কিন্তু অভিনয়ে সুকুমার – প্রবীর দত্ত এবং অর্জুন – নির্দেশক রঞ্জন রায় দর্শকদের পুষিয়ে দিয়েছেন। প্রবীরের কণ্ঠটি ঈশ্বর প্রদত্ত কণ্ঠ। সন্ধ্যা ৭টায় অভিনীত হল জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায় রচিত এবং অমিতাভ বক্সী নির্দেশিত নাটক ‘চলমান অশরীরি’। প্রযোজনা এনাল ব্যাঙ্গালোর। আমরা ছুটছি, ক্রমশ জড়িয়ে যাচ্ছি মাকড়শার জালে। ঘোরের মধ্যে চলতে চলতে হঠাৎ মনে হচ্ছে আমরা কি সত্যিই বেঁচে আছি? এ যেন এক রূঢ় বাস্তব। অভিনয়ে ছিলেন– অর্ক প্রতীম ঘোষ, শুভ দিকপাল, ইন্দ্রানী সিনহা, সুপ্রভা নন্দী এবং আরও অনেকে। নির্দেশক অমিতাভ বকসী প্রয়াত রমা প্রসাদ বণিকের ছাত্র, তার হাতেই তার নাটকের হাতেখড়ি। বাঁধুনীটা আরও একটু জোরদার হলে ভাল হতো।

২২ ডিসেম্বর ৩টায় আবার অভিনীত হয় এই নাটকটি।

২২ডিসেম্বর ৬–৩০ মিনিটে অভিনীত হল অনীকের নিজস্ব প্রযোজনা ‘বিষঘুম’।

কাহিনী জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনা অরূপ রায়। সত্য সব সময়ে সুন্দর হয় না। কখনও তা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। তখন তার কঠিন রূঢ় আঘাতে সব কিছু ওলট পালট হয়ে যায়, জীবনে নেমে আসে ঘোর ঘনঘটা। তখন দরকার ধৈর্য ও সাহস। বুক চিতিয়ে তাকে জয় করতে পারলে আলোর পথে উত্তরণ ঘটে যায়।

সব ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু যেন একটু তাড়াহুড়ো করে সমস্যার সরলিকরণ করা হল। যে সন্তানকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল লাবণ্য, তার জন্য তার পরকীয়াতেও আপত্তি ছিল না সেই লাবণ্য পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কি করে এতো নির্বিকার থাকে, আর তার বাবা বৈদ্যনাথ ওই মুহূর্তে এক কাপ চা খাওয়ার কথা ভাবতে পারলো? অভিনয় করেছেন অরূপ রায়, গৌতম সেনগুপ্ত, শুভ্রা বোস, পায়েল রায়, তপতী ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে। স্বল্প পরিসরে ময়না চরিত্রে পিয়ালী চট্টোপাধ্যায় একটু রোদ্দুর হয়ে উঠলো। শিল্পীর ভবিষ্যৎ আছে। ২৩ ডিসেম্বর ৬টায় অভিনীত হয় কোন্নগর আরঞ্জক নাট্যচর্চা কেন্দ্র প্রযোজিত এবং অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটক ‘ডাইনি’।

কুসংস্কার সমাজ থেকে মুক্ত করার প্রয়াস। জনমনে সচেতনতা বৃদ্ধির নাটক। ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে সমাজ কল্যাণ মূলক প্রচার অভিযান। টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না, কুসংস্কার শিক্ষিত সমাজেও বহাল তবিয়তে আছে।

৭.৪৫ মিনিটে অভিনিত হল ক্লাইম্যাক্স থিয়েটার প্রযোজিত সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় রচিত এবং বাদল কাঞ্জিলাল নির্দেশিত নাটক ‘ঘাস ফড়িং’। মূল রচনা ম্যাক্সিম গোর্কি। ছিন্নমূল মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই। ঘাস ফড়িং বস্তিবাসীর জীবনে যেন এক দমকা মলয় বাতাস। অভিনয়ে ছিলেন মমতা পাল, অরিন্দম কাঞ্জিলাল এবং ময়ুখ দেব।

২৪ ডিসেম্বর অভিনীত হল সমকালীন সংস্কৃতির নাটক ‘বিষবৃক্ষ’। কিডনি – রমানাথ রায়ের গল্প অবলম্বনে তৈরি মজাদার এক কৌতুক নক্‌শা। অভিনয়ে দেবাশিস দাস, তনিমা দাস সরকার, রজত শুভ্র পাইন, নন্দিনী ভৌমিক, ইন্দ্রজিৎ পাল এবং কমল চট্টোপাধ্যায়।

২৫ ডিসেম্বর ৩টায় অভিনীত হয় ভূমিসূত থিয়েটার প্রযোজিত জুলফিকার জিয়া রচিত এবং স্বপ্নদীপ সেনগুপ্ত নির্দেশিত নাটক চর্যাপদের কবি। চর্যাপদ প্রান্তিক মানুষের প্রথম বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য। কাহ্নপা চর্যাপদের কবি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অক্লান্ত চেষ্টায় এই বৌদ্ধগান ও দোহা উদ্ধার হয়েছিল নেপাল মহারাজার কাছ থেকে। মাত্র ৪৬টি চরণ পাওয়া গিয়েছে। এই প্রান্তিক মানুষ কাহ্নপা রাজ স্বীকৃতির জন্য আজীবন লড়াই করে গিয়েছেন। রাজরোষে তার মৃত্যুও হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ এই কাহ্নপা। তার সংগ্রাম ও লড়াই নিয়েই তৈরি নাটক চর্যাপদের কবি। অভিনয়ে গম্ভীরা ভট্টাচার্য, সমাদৃতা পাল, অনন্যা ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে। ভাল উপস্থাপনা।

৬–৩০ মিনিটে অভিনীত হয় অনীকের আর একটি সাড়া জাগানো নাটক ‘পিরানদেল্লো ও পাপেটিয়ার’। নির্দেশনায় অরূপ রায়। রচনা চন্দন সেন লুইজি পিরানদেল্লোকে ফ্যাসিস্ট বলে একদা দেগে দেওয়া হয়েছিল। জাতীয় নাট্যশালা গঠনের মুসোলিনীর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি পিরানদেল্লোকে বেদনা বিধুর করেছিল। মুসোলিনীকে সে টুকু সমর্থন করেছিলেন তার পিছনে একটাই কারণ জাতীয় নাট্যশালা গঠন। ইতিহাস সঠিক বিচার করেনি। দুচে কথা দিয়েছিলেন ইটালির নাট্য উন্নয়নে এবং জাতীয় নাট্যশালা গঠনে সাহায্য করবেন। কিন্তু কেউ কথা রাখেন নি। ১৯৮৮ সালে তার প্রিয় ছাত্রী তথা প্রিয় অভিনেত্রী মার্তব্বার মাধ্যমে পিরানদেল্লো দর্শক সমাগমে হাজির হলেন এবং সত্য প্রকাশ হল। অভিনয়ে অরূপ রায়, তপতী ভট্টাচার্য, অংশুমান দাশগুপ্ত, কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, সুচিত্রিতা ঘোষ এবং আরও অনেকে। মজবুত উপস্থাপনা।

২৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট উৎসবের শেষ নাটক ‘ঠিকানা’। নাটক – উৎপল দত্ত, প্রযোজনা – গড়িয়া একত্রে এবং নির্দেশনা ভাস্কর সান্যাল।

পূর্ববঙ্গের অধুনা বাংলাদেশে পাকিস্তানি খান সেনাদের অত্যাচার এবং ২৫ মার্চ এর পরে পরেই ওদের বুদ্ধিজীবী হত্যালীলার মর্মন্তুদ কাহিনীর পটভূমিকায় রচিত নাটক টানটান উত্তেজনায় দর্শক কুল একেবারে মোহিত। অভিনয়ের দিকটা এই নাটকের ইউ এস পি। অনবদ্য অভিনয় করলেন রসিদা খাতুন চরিত্রে প্রমিতা ব্যানার্জী।

ভাল সহযোগ দিলেন ডঃ আনিসুরজ্জমান চরিত্রে ধ্রুব মুখার্জি, যামিনী সেন চরিত্রে ভাস্কর সান্যাল, সাহিদা ওসমান এবং সেলিনা চরিত্রে তপাবৃত সেনগুপ্ত। সাহিদা কণ্ঠ সঙ্গীতে একটা স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে এনে দিয়েছে। ভাল উপস্থাপনা ভাল নির্দেশনা দেখতে পেলাম। ওয়ালিউল্লা চরিত্রে বাসুদেব কর্মকার চেষ্টা করেছেন, তবে তাকে মিলিটারি হাঁটাচলা আরও রপ্ত করতে হবে। একটা ভাল প্রযোজনার সাক্ষী হতে পেরে আনন্দ নিয়ে ঘরে ফিরে গেলাম।

শেষাংশ

সতর্ক
আব্দুল হান্নান

জ্ঞানী গাছ ছোট্ট হলেও
তার তলায় বসা ভালো
অজ্ঞ গাছ বড় দেখালেও
সতর্কতার সাথে চলো।
এটাই হল জীবন বিধান
যারাই মেনে চলে
অভাব তাদের অভাবনীয়
আঁধারে ওঠে জ্বলে।

(সীতারামপুর, কুলপী, দঃ২৪পরগনা)

আত্মপ্রত্যয়
ভীম ঘোষ

প্রথম দেখায় ছবি হয়ে আছো
কোষের কোণায় কোণায়।
ফাল্গুনের ঋতু ছুঁয়ে আছো
চন্দ্রাকৃত রাতে।
আমি আছি পেছনে পেছনে,
যেমন ছিলাম।
দূর থেকে ছুটে আসে আগুন,
ছবি হয়ে আমার বুকে নিতান্ত আত্মপ্রত্যয়।

(শতল, ফলতা, দঃ২৪পরগণা)

খেয়ালী সময়
বিশ্বনাথ প্রামাণিক

কালের স্রোতে পৃথিবী মরীচিকাময়
সৃষ্টির অন্তরালে আজও আসে যায়
আগামী প্রজন্ম উঁকি দেয় নিঃশব্দে
তোমাকে ঘিরে
হারিয়ে যায় শৈশব শীতের স্নিগ্ধতায়
পোড়া রোদের চাদরে কেঁদে ওঠে
কিছুটা সময়।

(এনায়েতপুর, কুলপী, দঃ২৪পরগনা)

আতঙ্ক
গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের মনে বড় আতঙ্ক
যদি ওঠে ভীষণ ঝড়
খুনোখুনি করে যদি কেউ
মানুষকে দেখায় ডর।
হয় আতঙ্ক ভূমিকম্পে
ভাঙে যদি কারো ঘর
ভূতের কবলে পড়লে
আতঙ্কে হয় কাতর
মানুষ কভু যায়নি ভুলে
হলে যাযাবর।

(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

এ শুভ সন্ধ্যায়
রাধাশ্যাম নন্দী

সন্ধ্যা নামে দূরে
রায়পুকুরে, হিজলের ওপাড়ে –
আজানের ধ্বনি ওঠে মসজিদে মসজিদে।
ঘন্টা বাজে, শাঁখ বাজে মন্দিরে মন্দিরে
গাঁয়ের বধূ ধূপ দীপ জ্বেলে
তুলসী তলে গলবস্ত্রে করছে প্রণাম।
এ শুভ সময়ে শহুরে দম্পতি
এসি গাড়ি চড়ে যায় ফুর্তির ফোয়ারায়
ঘরে তার বৃদ্ধা জননী,
রয়েছে একটি জলের বোতলের পাহারায়
শহরতলীতে –
রাধাকৃষ্ণ নামে মাতোয়ারা সবে।
সংকীর্তনের মধুর ধ্বনি ওঠে ঘরে ঘরে,
বাংলার পল্লীতে পল্লীতে

(গোকর্ণ, মুর্শিদাবাদ)

টসটসে মানুষ
কৃষ্ণা ঘোষ

আমার এই রান্নাবাটির ভিতরে
খুব গোপনীয় কান্নাকাটি
ইচ্ছেমন বেরিয়ে পড়তে চায়
নানা স্বাদ গন্ধ নিয়ে
তাকে আমল দিই আর না দিই
সে আমার অন্তরের উৎসার
অথবা আবির মাখা জ্যোৎস্না
কি অসীম জলোচ্ছ্বাস
উথাল পাথাল ডাগর সাগর
লহর লহর বহর এমন
প্রবহমান জীবন যেমন।

(গারুলিয়া – ভীম মোড়, উঃ ২৪পরগনা)

মেলার মাঝে
বাণেশ্বর মালিক

মেলার মজা নাগরদোলা দোল খাচ্ছে কত
সার্কাসেতে সাইকেলগুলো ঘুরছে অবিরত।
তেলেভাজা – পাঁপড়ভাজায় কেউ করছে মজা।
গ্যাসের বেলুন সুতোয় বাঁধা উড়তে থাকে সোজা।
ঝুমঝুমি আর বাঁশির শব্দে কানে ঝালাপালা
পুতুলনাচে চলছে এখন সীতাহরন পালা।
মনোহারি – ফুচকা দোকানে ভিড়ে ঠেলাঠেলি।
মেলাতে তার আনন্দ নেই যার পকেট খানি খালি।

(গোয়ালতোড়, পশ্চিম মেদিনীপুর)

চলার গান
শাহের আলম সেলিম

কাজ আছে তুই কাজ করে যা, কাজ হবে তোর সাথী
ভাববি না রেকোন দিনই, কাটবে কেমন রাতি
জীবন পথের যাত্রা শুরু, বুক যদি কাঁপে দুরু দুরু
ভয়েই যদি আধ মরা হোস চলবি তবে কেমন ভীরু,
কাজ আছে তুই কাজ খুঁজে নে, পথ আছে তুই নে রে খুঁজে
নিন্দুকেরই মুখের সামনে চলবিরে তুই কানটি বুজে।
দুর্বাসেরই পাহাড় যদি আসেরে তোর পানে ধেয়ে
মুষড়ে তুই থাকবি নারে. চলবি আশার পথটি বেয়ে।

(ছয়ঘরি ভায়া দৌলতাবাদ, মুর্শিদাবাদ)

অপু দুর্গা
অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

অপু, দুর্গা, খায় মুর্গা,
পড়ে ইংলিশ মিডিয়ামে।
আবা চৌকস্, ইংরেজী বশ,
কথা কয় বেশ ইডিয়ামে
যেন ষণ্ডী, পুরো গণ্ডী
চোখা চোখা টিউটর।
ড্যাড, মম খুশী ঠিক মৌটুসী –
তৈরী হচ্ছে ফিউচার।
দেহ বরবাদ, খেলাবারও সাধ,
খুন হয়ে যায় শৈশব।
তবু চেষ্টা, যদি শেষটা
সন্তানই আনে বৈভব।

(সিউড়ী, বীরভূম)

বইমেলার মাঠেই
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

বইমেলাতে ভিড়ে ঠাসা, ধাক্কাধাক্কি চলছে,
মনে করার নাইকো কিছুই খুশীর প্রদীপ জ্বলছে
পছন্দসই বই কেনাতেই ব্যস্ত সকলজনে,
কি কি বই কিনবেন, ভাবনা মনে মনে।
খাওয়া দাওয়া চলছে খুবই, চা ও কফি সাথে,
ক্যাটালগের নেশা যাদের জড়ো হয়েছে হাতে।
দূরে গেল মেলা তো ওই, আমরা দূরে নই
বারোটা দিন বইমেলার মাঠেই মোরা রই।

(কলকাতা–১৬)

ভালোবাসা পেলে
তপন কুমার দাস

ভালোবাসা পেলে
আমি বুকের পাঁজর খুঁড়ে
গোলাপ লাগাবো
ভালোবাসা পেলে
আমি মৃত্যুর সাথে একাই
পাঞ্জা লড়ে যাবো !

(বালিয়াডাঙ্গা, চাকদহ, নদীয়া)

যাত্রী
লক্ষণ দাস ঠাকুরা

চারিদিকে বিড়াল চিক্ চিক্ চোখ
ঝকঝকে মোড়কে হারানো–প্রাপ্তি বিজ্ঞাপন –
দেখতে দেখতে তার মনে পড়ে গিয়েছিল
বসন্ত বেলায় পলাশ রাঙা মাঠ
প্রেমের কবিতা লেখা ডাইরির পাতা।
জীবনের সূত্রগুলো আতস কাচের তলায়
নিখুঁত অখণ্ড মনোযোগে আবার দেখল।
ভেসে উঠল সেই মুখ জ্বলে উঠল মাটির প্রদীপ।
শুনতে পেল রাতের শেষ ট্রেনের হুইশেল
সত্যিই আজ সে গন্তব্যহীন অনন্ত যাত্রী।

(কালনা রোড, বর্ধমান)

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২০

পরিচালনায় ঃ মাঙ্গলিকী (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

প্রাথমিক প্রতিযোগিতা : ১৯শে জানুয়ারি ও চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ২৩শে জানুয়ারি ২০২০

প্রতিযোগিতার স্থান– সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা –৭০০১০৪

সকাল ১১টা – বিষয়–আবৃত্তি (যে কোনও রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে, কবিতার দুটি প্রতিলিপি প্রতিযোগিতার দিন জমা দিতে হবে)
বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্যন্ত)/ বিভাগ– খ (১০এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ), (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০২০ তে)

দুপুর ১টা – বিষয় – রবীন্দ্র সঙ্গীত
বিভাগ –ক (১৫ বৎসর পর্যন্ত), বিষয় – পূজা পর্যায়/বিভাগ – খ (১৫ বৎসরের উর্দ্ধে সর্ব্বসাধারণ), বিষয় – স্বদেশ পর্যায়।
গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।

দুপুর ১.৩০ মিঃ – বিষয় – সঙ্গীত, বিভাগ – সর্ব্বসাধারণ – যে কোনো আঙ্গিকের সঙ্গীত পরিবেশন করতে হতে পারে।

বৈকাল ২টা বিষয় – বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় আমাদের ভূমিকা। সময় ৫ মিনিট। বিভাগ সর্বসাধারণ।

বৈকাল ৩টা– বিষয় – যে কোন রুচিশীল নৃত্য, বিভাগ – ক (১২ বৎসর পর্যন্ত), বিভাগ – খ (১২ বৎসরের উর্দ্ধে সর্বসাধারণ)।
যে কোন রুচিসম্মত সঙ্গীতের উপর নৃত্য পরিবোন করতে হবে।
(সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না)। সি. ডি. ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

২৩ শে জানুয়ারী, ২০২০ :–
প্রতিযোগিতার স্থান – সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার

সকাল ১১টা – বিষয় – বসে আঁকো
বিভাগ –ক (৬ বৎসর পর্যন্ত/বিভাগ –খ (৬–এর উর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত), বিভাগ – গ (৯–এর উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)/
বিভাগ – ঘ (১২–এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) (বয়স ১লা জানুয়ারী, ২০২০–এ)।
আঁকার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধুমাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

নাম জমা দেবার স্থান

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর,
সুধীর নন্দী বিবেক নিতেন – ২৪৯৫৯১৪৮/৮০১৩৫২৩০৯৫
দেবাশীষ রায়– কাটোয়া, বর্ধমান – ৯০৮৩৯৭২১৫৫
অরিজিৎ মণ্ডল – ডায়মণ্ডহারবার – ৭০০১৯৯৭২৫৮
আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস – ৫৭/৫এ, চেতলা রোড, কলকাতা–২৭
মলয় সুর, হুগলি –৮৪২০৩৩২৭৯৬
কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগণা – ৯০৫১২০৮৪৬০

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন : কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪০৮৯)

নিয়মাবলী
১। প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে।
২। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
৩। প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই।
৪। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী, ২০২০ বৈকাল ৪টায়।
৫। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীদের ২৩শে জানুয়ারী মূল মঞ্চে অনুষ্ঠান করতে হবে।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

ভারত সফরে এসেই অজি সুনামি, পর্যদুস্ত টিম কোহলি

অরিঞ্জয় মিত্র

ফার্স্ট বয় আর সেকেন্ড বয়ের লড়াই যে সবসময়ই খুব উপভোগ্য হয় তা বলাইবাহুল্য। কিন্তু তা বলে যে ছাত্র সেকেন্ড বয়ের চেয়ে কয়েক গুণ এগিয়ে রেখেছে সেক্ষেত্রে লড়াইটা একপেশে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল হয়। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে একদিনের সিরিজ শুরুর অব্যবহিত আগে চুম্বকে এটাই ছিল ভারতীয় দল সম্পর্কে সাধারণ ধারনা। খুব সম্ভবত ভারতীয় ম্যানেজমেন্টও ধরতে পারে নি যে এতটা শক্তিশালী কোনও অজি বাহিনীর মুখোমুখি হতে হবে তাদের। বিশেষ করে গত কয়েক বছরের পারফরমেন্সের মাপকাঠিতে অস্ট্রেলিয়াকে ধরা হচ্ছিল এই এই শতকের অন্যতম দুর্বল দল। বিশেষ করে অ্যালান বর্ডার, স্টিভ ওয়া, রিকি পন্টিং কিংবা নিদেনপক্ষে মাইকেল ক্লার্করা যে ব্যাগি গ্রিন দলকে নেতৃত্ব দিয়েছে তারা ধারেভারে অন্যদের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে। বিশ্বকাপ জয়ের নিরিখেও অস্ট্রেলিয়া যেন ক্রিকেটের ব্রাজিল। ব্রাজিলের মতোই ৫ বার বিশ্বকাপ জিতেছে অজিরা। সেই দলটাই মাঝের বেশ কয়েক বছর বেশ ডামাডোলের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। সে তাদের হতশ্রী পারফরমেন্সেই বারংবার ফুটে উঠছে। এমতাবস্থায় থাকা একটি দল ভারতের মাটিতে যেভাবে টিম ইন্ডিয়াকে প্রথম একদিনের ম্যাচে দুরমুশ করে হারাল তা নিঃসন্দেহে ভয় জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট। তাও আবার ভারতের বিশ্বকাপ জেতা পয়া মাঠ ওয়াংখেড়েতে অস্ট্রেলিয়া ভারতের সঙ্গে শুধু জয় পাওয়া নয়, ভারতীয় বোলিংকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করে ১০ উইকেটে জিতল। এবং ৩ ম্যাচের একদিনের সিরিজে এগিয়ে গেল ১–০। এই মুহূর্তে ভারত যেভাবে খেলছে তাতে বাকি দুটি ম্যাচে ফিরে আসাও খুব কঠিন বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞরা। তাও বুম বুম বুমরার মতো বিশ্বসেরা ফার্স্ট বোলারকে পাত্তাই দিল না দুই অজি ওপেনার। অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ এবং এভারগ্রিন ডেভিড ওয়ার্নার। দুজনের সেঞ্চুরির ওপর ভর করে মাসত্র ৩৬.৪ ওভারে জয়ের জন্য নির্ধারিত ২৫৬ রানের টার্গেট পেরল তারা। দীর্ঘদিন, যাকে বলে এক যুগ পর ভারতীয় ক্রিকেট টিমকে এভাবে গো–হারান হারতে হল কোনও দলের কাছে। বাংলাদেশ, জিম্বাবোয়েদের বিরুদ্ধে যে প্রতাপ আকচার দেখিয়ে থাকা টিম ইন্ডিয়া তারাই একেবারে ল্যাজেগোবরে হল অজিদের কাছে। তাও আরও এক বিশ্বসেরা ব্যাটসম্যান স্টিভেন স্মিথ ড্রেসিং রুমে বসে ভারতীয়দের ওপর ওপেনার জুটির সংহার উপভোগ করলেন।

একদিকে এই ভারত সফরে অজিদের যতটা প্রস্তুত আর হোমওয়ার্ক করা মনে হচ্ছে ততটাই দুর্বল লাগল টিম কোহলির নেটওয়ার্ক। হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে এই দল নিয়েই তো বিরাট ব্রিগেড একের পর এক ম্যাচ ও সিরিজ জিতেছে। তাহলে একটা ম্যাচের প্রেক্ষিতে এতটা নেতিবাচক ভাবনা কেন? সেক্ষেত্রে বলা যায় ভারত হয়তো বহুদিন এমন শক্তিশালী কোনও প্রতিপক্ষের সামনে পড়েনি। তাদের খেলাকে কিছুটা উপেক্ষা করতে গিয়েই আরও ডুবেছে এই ভারতীয় দল। শিখর ধাওয়ান বড় রান পেলেও তার দুর্বল স্কোরিং রেট প্রশ্নচিহ্ন তুলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এতদিন পর্যন্ত যে দুজন প্রায় নিয়ম করে রান পেয়েছে ও ভারতকে বড় জয় এনে দিয়েছে সেই রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি যুগপৎ ফ্লপ হওয়াটাও ভারতের বিরুদ্ধে গিয়েছে। এদের সঙ্গে শ্রেয়স আয়ারের নেতৃত্বাধীন মিডল অর্ডারের ব্যর্থতায় চাপে ফেলে দিয়েছে টিম ভারতকে। বোলিংয়ের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্র জাদেজা ছাড়া কাউকে মনে হয়নি ছন্দে আছে। এমনকি বুমরাহ যে পুরোপুরি ফিট নয় সেটাও বোঝা গেল তার হতশ্রী পারফরমেন্সে। মহম্মদ সামি এবং শার্দুল ঠাকুরও নিকৃষ্ট খেলেছে। সবমিলিয়েই এই ধাক্কাটা ভারতীয় দলের কাছে সাধারণ ঝড় নয়, সুনামির মতো আছড়ে পড়েছে। এখনই সতর্ক না হলে যার পরিণাম হতে পারে সাংঘাতিক।

একের পর এক সিরিজ জিতেই যাচ্ছিল টিম ইন্ডিয়া। রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়েছেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। দেশের সর্বকালীন সেরা রেকর্ডের তকমা পাওয়ার লক্ষ্যেও দ্রুত এগোচ্ছিলেন তিনি। তার মাঝেই অজিদের কাছে এই জঘন্য হার এক মহা ছন্দপতন ঘটাল। তবে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, তার জন্য বিশ্বকাপের মতো বড় মাপের টুর্নামেন্ট জিতে দেখাতে হবে কোহলিকে। তবেই বিরাটরাজের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে মানবেন তাঁরা। এমনিতে গত বিশ্বকাপে ব্যর্থ মনোরথে ফিরতে হয়েছে টিম কোহলিকে।

সেমিফাইনাল থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বিদায় নিতে হয়েছিল আপাত ফেভারিটদের। সেই জ্বালা মিটিয়ে নেওয়ার ভরপুর সুযোগ সামনে টি–২০ বিশ্বকাপে। তার আগে টি–২০ ও একদিনের সিরিজ উভয়তেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো শক্তিধর দেশকে ২–১ হারিয়ে সিরিজ জিতে নিঃসন্দেহে অনেকটাই মনোবল বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে মেন ইন ব্লুজ। রোহিত, বিরাট, কে এল রাহুলরা যে মেজাজে ব্যাটিং করেছেন আগাগোড়া তাতে ক্যারিবিয়ান বোলারদের হতোদ্যম হয়ে ফিরতে হয়েছে। তবে দ্বিতীয় টি–২০ জিতে তাও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজটাকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় ম্যাচে ভারত যে সুবিশাল টার্গেট দিল প্রায় ২৫০–র কাছে রান তুলে তাতে সারা বিশ্ব দেখল বিশ্বকাপের আগে টিম ইন্ডিয়া তাদের মঞ্চ ভরপুর করে তুলছে সবরকমভাবে। এখন দেখার আরও কত নতুন রেকর্ড নিজের পালকে জুড়তে সক্ষম হন ভারত অধিনায়ক বিরাট। শুধু দলের সিরিজ জেতাই নয়, বিরাট নিজেও যে দুরন্ত ফর্মে ব্যাট করে চলেছেন তা চাপে রাখবে বিশ্বের যে কোনও দেশকে। প্রোটিয়া ও বাংলাদেশ বধের অব্যবহিত পরে একদিনের সিরিজেও বউনি হল তাদের জয় দিয়েই। নিঃসন্দেহে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের মনোবল বেড়ে গেল কয়েকগুণ। অন্যদিকে ভারতও বুঝল পদে পদে লুকিয়ে রয়েছে বিপদ। একটু আত্মতুষ্ট হলেই তা ধেয়ে আসবে নিজেদের দিকে। আগামী বছরের টি–২০ বিশ্বকাপের আগে তা যথেষ্ট চিন্তারও বটে। অন্যদিকে ক্যারিবিয়ানরা কিন্তু টি–২০ সিরিজ হেরেও নিজেদের খেলার উন্নতিতে খুশি ছিল। তারা এও বলেছিলেন, একদিনের সিরিজে অন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দেখা যাবে। ঠিক সেটাই যেন ঘটল এবার। তবে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ যে একাধিপত্য নিয়ে ভারত জিতে নিল তা ফের প্রত্যয় বাড়িয়েছে ধোনির টিমের প্রতি। প্রথম একদিনের ম্যাচ ক্যারিবিয়ানদের জেতাতে দু–দুটি শতরান বড় ভূমিকা নিয়েছিল।

এদিন রোহিত শর্মা ও কে এল রাহুল সেঞ্চুরি করে তার যোগ্য জবাব তুলে ধরল। শুধু তাই নয়, ভারতকে সমতা ফেরাতেও সাহায্য করল এই জোড়া শতরান। তাও ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেভাবে টি–২০ বা একদিনের সিরিজে প্রত্যাঘাত করছে তা ভারতীয় শিবিরকে ভাবাবার পক্ষে যথেষ্ট। এটা ঠিক ভারতের পক্ষে বলার যেটা তা হল রোহিত, বিরাট, কে এল রাহুল বা শ্রেয়স আয়ারদের দুরন্ত ব্যাটিং। যা প্রায় প্রতি ম্যাচেই টিম ইন্ডিয়ার জয়ের সোপান গড়ছে। অন্যদিকে সামি, কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজাদের বোলিংও বিপক্ষকে ব্যাটিংকে ভোঁতা করে দিচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা যেমন ভারতের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ তেমনই খারাপ পরিস্থিতিতে কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয় সেটাও নতুন করে শিখে নিতে হবে তাদের। না হলে কিন্তু পচা শামুকে পা কাটার মতোর সমস্যা হতেই পারে। সেই জায়গা থেকেই বেরিয়ে আসতে ফাঁকফোকর মেরামতি যেমন সর্বাগ্রে প্রয়োজন তেমনই আবার মনস্তাত্ত্বিকভাবে নিজেদের তৈরি রাখতেও হবে। অতীত অভিজ্ঞতাই বলছে এমন বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস মাটিতে থুবড়ে ফেলেছে কোনও জয়ী দলকে।

শুধুমাত্র ব্যাটিংয়ের জন্য বিখ্যাত ছিল তাঁদের বোলিংও মাতিয়ে তুলছে বিশ্বজুড়ে। যশপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি আহমেদ, উমেশ যাদব, ইশান্ত শর্মারা দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করেছে ২২ গজের অলিন্দে। তার সঙ্গে বিশ্বমানের স্পিন আক্রমণের ঘরানা ধরে রাখা সবেতেই লেটার মার্কস পাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু এত কিছু সাফল্য সত্ত্বেও চূড়ান্ত জায়গায় গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার রোগ থেকেই যাচ্ছে। যার ফলে বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ আসরে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে সেমিফাইনাল থেকেই পাট গোটাতে হচ্ছে।

যা নিশ্চিতভাবে চাপে রেখেছে গোটা ভারতীয় শিবিরকে। বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও এই ব্যাপারে তাঁর হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি পরিস্কার বলেছেন, বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রফি জিততে না পারা পর্যন্ত কিছুতেই বলা যাচ্ছে না আমরাই সেরা। ভাবটা এমন যেন সারা বছর সব পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাত্র ফাইনালে এসে গেড়িয়ে যাচ্ছে। সেটাই যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ক্যাঙ্গারু বাহিনীর কাছে এই লজ্জাজনক হার।

ডার্বি জিতে আই লিগের পথ পরিস্কার করতে চায় বাগান

রূপম জানা : ইন্ডিয়ান অ্যারোজের সঙ্গে শেষমুহূর্তে বাগানের মান বাঁচালেন বঙ্গসন্তান শ্যামনগরের শুভ ঘোষ। বিদেশি তারকা নওরেমের পরিবর্তে খেলা শেষ হওয়ার মিনিট দশেক আগে যখন তিনি মাঠে নামলেন তখন ০–১ পিছিয়ে সবুজ–মেরুন। সেই জায়গায় সমতা শুধু ফেরালেন তা নয়, আই লিগের শীর্ষস্থান বজায় রাখতে সাহায্য করছেন পুরোদস্তর। বাগানের পর দ্বিতীয় স্থানে পঞ্জাব। সামনে রবিবাসরীয় ডার্বি। তার আগে ধারে ভারে সবদিকেই এগিয়ে থাকল কিবুর দল। কলকাতা লিগের দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াইকে এখন অনেকেই আখ্যা দিচ্ছেন স্প্যানিশ ডার্বি বলে। সেই বড় ম্যাচের আগে মোহন শিবির যখন এতটাই আত্মবিশ্বাসী অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে পয়েন্ট তুলে তখন ঘরের মাঠে কেরলের গোকুলম এফসির কাছে ১–৩ হেরে দারুণ চাপে ইস্টবেঙ্গল।

যদিও ডার্বির মাপকাঠি এভাবে ঠিক করা যায় না। অনেকসময়ই পিছিয়ে পড়া দল আন্ডার ডগ থাকার সুবিধা নিয়ে কিস্তিমাত করে। তাও এবারে লাল–হলুদ কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠছে। অন্যদিকে, মোহনবাগান নিশ্চিতভাবেই জানে এই ডার্বি ম্যাচ জেতা মানে লিগের শীর্ষ স্থান অটুট রাখা শুধু নয়, মানসিকভাবে অত্যন্ত চাঙ্গা হয়ে ওঠা। স্বদেশীয় আলজান্দ্রোর বিরুদ্ধে যখন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা ক্ষেপে রয়েছে তখনই কিবুকে মাথায় তুলে রেখেছে মোহন সমর্থকরা। যদিও কিবু ভিকানা ভালো মতোই জানেন, একটা ডার্বি হার এতদিনের ভালো পারফরমেন্সকে নিমেষে নিচে নামিয়ে আনতে পারে। সেজন্য বড় ম্যাচ জয়ের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে বদ্ধপরিকর তিনি।

এর আগে পাহাড়েও বড় জয় পেয়েছে মোহনবাগান। হিমাঙ্কে নেমে আসা তাপমাত্রায় মোহনবাগান ২–০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল কাশ্মীরকে। কাশ্মীরের মাটিতে এমন হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় বাগান নিরঙ্কুশ জয় পেয়ে উঠে এসেছে আই লিগের শীর্ষস্থানে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে জায়গাটা নিয়ে জোরদার লড়াই চলছিল চার্চিল ব্রাদার্স ও অপর বড় প্রধান ইস্টবেঙ্গলের। চার্চিল এখন গ্রুপ টেবিলে তৃতীয় স্থানে। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল নেমে এসেছে আরও নিচে। সেদিক থেকে বাগান অনেকটা ভালো জায়গায় উঠে এলেও কোচ কিবু সাফ জানাচ্ছেন শীর্ষে থাকা নিয়ে দল যেন আত্মতুষ্ট না হয়। তিনি এও বলেছেন মোহনবাগান যে মানের খেলা তুলে ধরতে পারে তার থেকে এখনও অনেকটাই কম হয়েছে পারফরমেন্স।

আরও উন্নতি করা দরকার বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে দলের নতুন বিদেশিরা যে অতি দ্রুত সবুজ মেরুন সাজঘরের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে তার প্রমাণ মিলছে মোহনবাগানের একের পর এক ভালো খেলায়। এই মুহূর্তে আই লিগের যে অবস্থান তাতে মোহনবাগানকে টক্কর দেওয়ার ক্ষেত্রে চার্চিল ব্রাদার্স, ইস্টবেঙ্গল ছাড়াও পঞ্জাব এফসি, চেন্নাই এফসি প্রভৃতি দলগুলিও প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গায় রয়েছে।

কাটোয়ায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: প্রতিবছরের মতো এবারও পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার আনন্দ নিকেতনে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। কাটোয়া ১ নং ব্লকের খাজুরডিহি এলাকায় গড়ে ওঠা সোসাইটি ফর মেন্টাল হেলথ কেয়ার নামে সেবা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় আনন্দ নিকেতন ক্যাম্পাসে ১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আড়াই শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৮ তম জন্মজয়ন্তীতে আয়োজিত বর্ণাঢ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের নানা বয়সী বিশেষভাবে সক্ষম আবাসিকদের পাশাপাশি সন্নিহিত এলাকার অনেকেই অংশগ্রহণ করায় আনন্দ নিকেতন কার্যত মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। এদিন যথাযথ মর্যাদায

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সকলে মিলে এক আদর্শ ও সমৃদ্ধ ভারত গঠনের উদ্দেশ্যে শপথবাক্য পাঠ করেন। তারপর দৌড়, লংজাম্প, হাই জাম্প, ট্রাই সাইকেল রেস সহ ৩৫ টি ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করে উৎসাহ দেওয়া হয়। কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা ভারতের সুসন্তান বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাঃ হরমোহন সিনহা প্রতিষ্ঠিত এই সেবাকেন্দ্রের সম্পাদক ডাঃ সুব্রত সিনহা বলেন, আমরা প্রতিবছরই বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকি। এখানে আমাদের প্রতিষ্ঠানের আবাসিকদের পাশাপাশি এলাকার অসংখ্য প্রতিযোগীও অংশগ্রহণ করে। মূলত সকলের মধ্যে উৎসাহ প্রদানের জন্যই এ ধরণের প্রতিযোগিতার আয়োজন।

নৈশালোকে ফুটবল প্রতিযোগিতা

মলয় সূর : বাঙালির ফুটবল অন্ত প্রাণ– একথা বলাই বাহুল্য। বাঙালির অস্থিমজ্জায় ও রক্তে ফুটবল রয়েছে। তার আরও একবার ফের প্রমাণ হল ভদ্রেশ্বরে। ভদ্রেশ্বর কাঁটাডাঙা নেতাজি পল্লি উন্নয়ন সমিতির পরিচালনায় শনি ও রবি দু'দিন ব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। এতে বিভিন্ন প্রান্তের ১৬টি দল ফাইভ–এসাইড টিম অংশগ্রহণ করে। ফাইনাল ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে 'সব খেলার সেরা বাঙালির ফুটবল' এই গানের তালে খুদে শিশু শিল্পীরা নৃত্য প্রদর্শন করেন। পার্শ্ববর্তী সত্যজিৎ রায় সরণী যুব সংঘের মাঠে

খেলাগুলি হয়। ক্লাবের সম্পাদক প্রবীর কুমার দাস ও সহ সম্পাদক কানাই চন্দ বলেন, মানুষের মধ্যে ভেদাভেদের যে কৌশল চলছে তা প্রতিহত করতে আমাদের মনে হয়েছে, খেলার মাধ্যমে ভালো আচরণের পাঠ মেলে। সুস্থ চেতনার বিকাশ হয়। তাই আমরা ফুটবল খেলাকে বেছে নিয়েছি। নক আউট ভিত্তিক প্রতিযোগিতার ফাইনাল নৈশালোকে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহে মুখোমুখি হয় অশোকনগর বটতলা সুভাষ সংঘ এবং ইউএসসি ক্লাব। এক উপভোগ্য ফুটবল উপহার দিল দুই প্রতিবন্ধী দল। তীব্র উত্তেজনার মধ্য দিয়ে ইউএসসি ৩–০ গোলে বটতলা সংঘকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।

ইউএসসি ক্লাবের তিনটি গোলই করেন অজয়। ফাইনালে এই ৩টি গোলসহ টুর্নামেন্টে মোট ১১টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা ও ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার পান অজয়। চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ট্রফি ও নগদ পনেরো হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে রানার্স বটতলা সুভাষ সংঘকে স্বামী বিবেকানন্দ কাপ ও নগদ বারো হাজার টাকা দেওয়া হয়। এদিন পুরস্কারের ছড়াছড়ি ছিল। ফাইনালে অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার অরুণ সেন ও তপন সরকার (বুম্বা) যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদক বাপি চন্দ ও পল্টু দেবনাথ। এই ফুটবল ফাইনালকে ঘিরে ঠাণ্ডার মধ্যেও মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা বুঝিয়ে দেয় বাঙালির মননে ফুটবল এখন কতখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের কুলতলী হিন্দু সংহতি আয়োজিত পঞ্চম বর্ষের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষ হল মঙ্গলবার। স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৮ তম জন্মদিবস পালনে পাশাপাশি তিন দিনের এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে কুলতলীর হিন্দু সংহতি। ১২ জানুয়ারী স্বামীজির প্রতিকৃতিতে মালদান করে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা করেছিলেন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক বাবলু সরদার। অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা টুম্পা সরদার, পঞ্চায়েত সদস্য টিঙ্কু সরদার, বিশিষ্ট চিকিৎসক বাসুদেব ভট্টাচার্য,শান্ত সরদার,অভিজিত বৈদ্য,বাদলমেঘ মন্ডল সহ বিশিষ্টরা।

শিশুদের অংক দৌড়–আলু দৌড়– বেলুন ফাটানো–বিস্কুট দৌড়–মোরগ লড়াই প্রতিযোগিতা–মেমোরি টেস্ট–খান বাহাদুর খান সাহেব,কিশোরীদের জন্য চামচ গুলি দৌড়– রানিং জিকে দৌড়–জীবাণু ধ্বংস, মায়েদের জন্য বালতিতে বল নিক্ষেপ–গোলে বল মারা– সূঁচে সুতো পরানো–বেলুন দৌড়– মোমবাতি প্রজ্জ্বলন–শঙ্খ বাজানো প্রতিযোগিতা–খেলা চলাকালীন রানিং কুইজ,বিবাহিত মহিলাদের জন্য ডেঙ্গু মুক্ত সচেতনতা মূলক ম্যারাথন দৌড়,সহ আট টিম নিয়ে মিনি ফুটবল প্রতিযোগিতা, সর্বসাধারণের জন্য যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বাসন্তীর কুলতলী খাদি ভবন মাঠ প্রাঙ্গনে পঞ্চম বর্ষের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলায় বিভিন্ন বয়সের প্রায় ২০০ র অধিক প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেছিল। মহিলাদের ডেঙ্গু মুক্ত ম্যারাথন দৌড়ে প্রথম হয়েছেন দীপালি সরদার,গোলে বল মারা প্রতিযোগিতায় প্রথম হন সুলক্ষণা মন্ডল পাশাপাশি ৬০ ছুঁই ছুঁই নীলিমা মন্ডল, সন্ধ্যারানী সরদার, ভবানী অধিকারী, বনমালী মন্ডল, লক্ষ্মণ সরদার, নির্মল সরদার, সত্য সরদার'রা বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ গ্রহণ করে পুরস্কার জেতায় খুবই আনন্দিত।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com